কৈকেয়ী।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্. এ.

প্রণীত।

Calcutta

S. K. LAHIRI & CO

54, COLLEGE STREET

1909

মূল্য চারি আনা।

কৈকেয়ী।

অবতরণিকা।

কেন জীবন কলুষিত হয়, কেন ব্যভিচার হয়, কেন পাপ হয়, কেন নরনারী ফুলের মত পবিত্র থাকে না? একই উত্তর—দুষ্ট সঙ্গ হইতেই জীবন কলুষিত হয়। কি নারী কি পুরুষ, যাহাদের চরিত্র নষ্ট হইয়াছে, ভাল করিয়া আপন জীবন আলোচনা কর, দেখিবে অসৎসঙ্গই তোমার সমস্ত সন্তাপের মূল, সমস্ত পাপের প্রথম সোপান, সমস্ত দুঃখের আদি বীজ। হইতে পারে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতি তোমার ছিল, কিন্তু সহকারী কারণ না থাকিলে যেমন শুধু বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মে না, সেইরূপ অসৎসঙ্গ না ঘটিলে কোন পাপও ফলদানে সমর্থ হয় না। শাস্ত্র বলেন যিনি বহু সদ্গুণের আধার—যিনি ধীর, অত্যন্ত দয়ালু, আচারবান্, নীতিজ্ঞ, যিনি বিধিবাদ-বিশেষজ্ঞ ও গুরুসেবী, হিতাহিত-বিচারপটু—এরূপ ব্যক্তিও যদি সর্ব্বদা পাপচিন্তাপরায়ণ দুরাচারের সঙ্গ করেন, তবে তিনিও অল্পে অল্পে দুষ্ট ব্যক্তির পাপ বুদ্ধি দ্বারা সংক্রামিত হইয়া ক্রমে দুর্জ্জনের সমতা প্রাপ্ত হন। অতএব দুষ্টসঙ্গ সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। এই রাজকন্যকা কৈকেয়ী দুঃসঙ্গ বশতঃই স্বার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

ধীরোঽত্যন্তদয়াম্বিতোঽপি সুগুণাচারান্বিতো বাথবা
নীতিজ্ঞো বিধিবাদদেশিকপরো বিজ্ঞা বিবেকোঽথবা।
দুষ্টানামতিপাপভাবিতধিয়াং সঙ্গং সদা চেদ্ভজেৎ
তদ্বুদ্ধ্যা পরিভাবিতো ব্রজতি তৎ সাম্যং ক্রমেণ স্ফুটম্॥
অতঃসঙ্গঃ পরিত্যাজ্যো দুষ্টানাং সর্ব্বদৈব হি।
দুঃসঙ্গী চাবতে স্বার্থাদ্ যথেয়ং রাজকন্যকা।

অসৎসঙ্গেই মানব জীবন প্রথম কলুষিত হয়। জীবন একবার কলুষিত হইলে চিত্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়। আমার জীবন কলুষিত হইয়াছে, আর আমি পবিত্র হইতে পারিব না, এই চিন্তায় অনেকে অপবিত্রতার দিকে গা ঢালিয়া দিয়া থাকেন। একবার অপবিত্র হইলে আর পবিত্র হওয়া যাইবে না এই অবিচারই মানুষের পূর্ণ অধঃপাতের মূল।

শত সহস্র প্রমাণ আছে, যাহাতে জীব একবার দুইবার তিনবার এমন কি বহুবার অপরাধ করিয়াও আবার পুণ্য জীবন লাভ করিতে পারে, আবার নিষ্পাপ হয়, আবার ফুল্ল ফুলের মত পবিত্র হইয়া দেবসেবায় লাগে। যতই কেন অপরাধ হউক না, যতই কেন পাপ স্পর্শ করুক না, শ্রীভগবান্ জীবের সমস্ত অবস্থা জানেন। তুমি অপরাধের সমষ্টি আর তিনি ক্ষমাসার। তাঁহার নিকট যদি জীবের সমস্ত অপরাধের ক্ষমা না হইত, যদি তিনি মানবের সমস্ত অপরাধের উচিত দণ্ড দিতেন, তবে বুঝি অনন্তবার দেহ ধারণ করিয়া দণ্ড গ্রহণ ক[illegible]ও অপরা[illegible] [illegible]াইত না।

জননী যদি সন্তানের সকল অপরাধ গ্রহণ করেন, তবে আর বালকের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? কৈকেয়ী-চরিত্র ধরিয়া আমরা অসৎসঙ্গ জনিত পাপ এবং কিরূপে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় এই উভয়ই দেখাইব। সমস্ত অযোধ্যাকাণ্ডের কেন্দ্র কৈকেয়ী; শুধু তাহাই নহে, কৈকেয়ীকে ছাড়িয়া দিলে রামায়ণও যেন হয় না। রাজা দশরথ, রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, সীতা প্রভৃতি রামায়ণের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির প্রথম স্ফুরণ কৈকেয়ীর রামনির্ব্বাসন ব্যাপারের সহিত জড়িত। কাজেই কৈকেয়ী চরিত্র দেখাইতে হইলে আমাদিগকে সমস্ত অযোধ্যাকাণ্ডটি দেখাইতে হইবে। মানব জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা আমরা এখানে আদি কবির মুখ হইতে শুনিতে পাই। আমরা এই অযোধ্যা-কাণ্ডে বিভিন্ন প্রকারের শোক ও শোকশান্তির উপায় প্রাপ্ত হই বলিয়া ইহার আলোচনা করিতেছি।

অভিষেক-আয়োজন।

কৈকেয়ী রাজা দশরথের প্রিয়মহিষী। কৈকেয়ী দারুণ অপরাধ করিয়াছিল। আজ রাজা দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়াছেন। ভরত অদ্য মাতুলালয়ে গিয়াছেন। রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্রের গুণের কথা উল্লেখ করিয়া ভগবান বশিষ্ঠকে বলিলেন, 'ভগবন্, পৌর জানপদ প্রভৃতি সমস্ত [illegible] শাস্ত্রদর্শী [illegible] মন্ত্রিগণ সকলেই, রামের

মুহুর্ম্মুহুঃ প্রশংসা করে। আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার একান্ত ইচ্ছা কমললোচন রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করি। কল্যই রামাভিষেক হউক, আপনি অনুমোদন করুন।'

ভরত শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে গিয়াছে, অদ্যই রামাভিষেক হউক। রাজা দশরথ নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া যেন শীঘ্র শীঘ্র রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহেন। রাজা দশরথের মনে কি ভবিষ্যৎ বিপদের কোন ছায়া পড়িয়াছিল, মনে কি কোন সন্দেহ ছিল? ভরত এখন অযোধ্যায় নাই, এই অবসরে রাম রাজা হউন—ইহাতে কি মনে হইতে পারে না ভরত উপস্থিত থাকিলে হয়ত কোন বিঘ্ন ঘটিতে পারে? রাজা যেন মনে মনে এরূপ একটা আশঙ্কা পোষণ করিতেছিলেন। দৈব উৎপাতও রাজা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

তখন রামাভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা নৃপতি দশরথ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া স্বাধিকারভুক্ত বহু নগরবাসী ও অন্যান্য জনপদবাসী পৃথিবীমান্য মহীপালদিগকে মন্ত্রীদ্বারা আনয়ন করাইলেন। পরন্তু "নতু কেকয়রাজানং ত্বরয়া চানয়ামাস" ত্বরাপ্রযুক্ত ভরতের মাতামহ কৈকেয়ীর পিতা কেকয় রাজকে এবং রাজা জনককে আনয়ন করিলেন না। ইহাতেও রাজা দশরথের অন্তরে যেন কোন এক আশঙ্কার আভাস পাওয়া যায়।

রাজা দশরথের অন্তরে [illegible] থাক রাজ[illegible] [illegible]ন্ত্রীদিগকে

বলিয়াছিলেন "দিব্যন্তরীক্ষে ভূমৌচ ঘোরমুৎপাতজং ভয়ম্" স্বর্গে অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে ঘোরতর ভয়ঙ্কর উৎপাত পরিদৃশ্যমান হইতেছে। আমার শরীরও জরাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছে, রামাভিষেকের বিলম্ব করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে।

চৈত্র মাস। "চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিত-কাননঃ"। এই মাস অতি রমণীয়। সকল পুষ্পবৃক্ষই এই মাসে পুষ্পিত হয়। এই মাস সমস্ত পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে অতিপ্রশস্ত।

যৌবরাজ্যাভিষেকের সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইল। রাজার অগ্নিহোত্র-গৃহে, সুবর্ণ, রত্ন, ওষধী শ্বেতমাল্য, ঘৃত, মধু, লাজ, সদ্যোজাত বস্ত্র, চমর পুচ্ছ নির্ম্মিত দুইটি ব্যজন, একশত সুবর্ণ নির্ম্মিত ঘট, অখণ্ড ব্যাঘ্র চর্ম্ম যথাযোগ্য স্থানে উপস্থিত হইল। রথ, ধ্বজা, ছত্র, আয়ুধ, চতুরঙ্গ সৈন্য, শুভলক্ষণাক্রান্ত ঐরাবত বংশোদ্ভব একটি চতুর্দ্দন্ত মাতঙ্গ আনয়ন করা হইল।

অন্তঃপুর ও নগরদ্বার চন্দন চর্চ্চিত হইল, মাল্যদ্বারা সুশোভিত এবং ঘ্রাণ-মনোহর ধূপ দ্বারা সুবাসিত হইল। লক্ষ ব্রাহ্মণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করিতে পারেন এইরূপ অন্ন ক্ষীর দধি প্রস্তুত রহিল। চন্দ্র পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করিয়াছেন—বড় শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে।

প্রভাতে সূর্য্য উঠিবামাত্র লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ স্বস্তি বাচন করিলেন, চতুর্দ্দিকে আসন সকল বিস্তৃত হইল। অন্যদিকে রাজপথ সকল জলসিক্ত হইল, পতাকা সকল উড্ডীয়মান হইল। কলকণ্ঠী নর্ত্তকীগণ শোভন অলঙ্কারে শোভিতা হইয়া অন্তঃপুরের দ্বিতীয় কক্ষাতে অবস্থান করিতে লাগিল। মহারাজের অন্তঃপুর অঙ্গনে শত শত শৌর্য্যসম্পন্ন যোদ্ধা পরিষ্কৃত বসন পরিধান পূর্ব্বক সন্নদ্ধ হইয়া কটিতটে দীর্ঘ অসি বন্ধন করিয়া পদচারণা করিতে লাগিল। অযোধ্যায় সমস্ত দেবালয়ে ও চৈত্যবৃক্ষ সমীপে পূজার উপকরণ ও ভক্ষদ্রব্য লইয়া সহস্র সহস্র লোক অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পূর্ব্ব দিনে রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে রাম আনয়নে পাঠাইয়া ছেন। রাজা কৈলাস শৃঙ্গ সদৃশ নিজ প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট। পূর্ব্ব দেশীয়, পশ্চিম দেশীয়, উত্তর দেশীয় ও দক্ষিণ দেশীয় আর্য্যজাতীয় ও ম্লেচ্ছ জাতীয় বহু মহীপাল এবং বহু পার্ব্বতীয় রাজা, মহারাজ দশরথের সন্নিকটে সমাসীন। পিতৃদর্শনাকাঙ্ক্ষী রঘুনন্দন রাম সুমন্ত্রের সহিত উন্নত পিতৃপ্রসাদে আরোহণ করিলেন।

যে সমস্ত গুণ সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু লাভ করিতে পারে না, সেই সমস্ত গুণ দ্বারা রঘুনাথ ভূষিত ছিলেন। লোককে অগ্রে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করা কত সুন্দর এবং কাহারও [illegible] দোষাবো[illegible] না করা

কত মধুর! রামের এই গুণ ছিল। তিনি "মধুরভাষী স্মিতপূর্ব্বভাষী প্রিয়ংবদঃ।" আর তিনি যখন কথা কহিতেন তখনই ঈষৎহাস্য সহকারে বলিতেন, 'স্মিত-পূর্ব্বাভিভাষী'। তিনি কখন দর্প করিতেন না "ন চ দৃপ্তো ন মৎসরী।" তিনি ত নিজে "মৃদুপূর্ব্বং চ ভাষতে" কিন্তু যদি কেহ পরুষ বাক্য বলিত তাহার কোন উত্তর দিতেন না। যদি কেহ তাঁহার কিঞ্চিৎ উপকারও করিত, তাহাতেই তিনি পরম পরিতুষ্ট হইতেন; আর শত শত অপকার করিলেও তাহা মনে করিতেন না। রাম বধ্যাদিগকে নিয়মানুসারে বধ করিতেন। কখন মিথ্যা কথা কহিতেন না—'ন বিরুদ্ধকথারুচিঃ' বিরুদ্ধ কথা শুনিতে তাঁহার রুচি ছিল না, আর তিনি দীনানুকম্পী ছিলেন। সমস্ত গুণের আধার হইলেও রামের বিনয় আমাদের বড়ই ভাল লাগে। এই অবিনয়ের দিনে বুঝি সকলেরই এই বিনয় শিক্ষা করা উচিত।

রাম করযোড়ে পিতার নিকট গমন করিয়া স্বীয় নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। প্রণামান্তে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা প্রিয়পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে নিকটে আনিলেন এবং আপনার পার্শ্বে মণিকাঞ্চনভূষিত মনোহর আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন।

রাম রাজা হইতে [illegible]তেছেন, দশরথ রামকে কিছু

উপদেশ প্রদান করিলেন। বলিলেন 'পুত্র, তুমি স্বভাবতঃ অতীব গুণবান হইয়াছ, তথাপি যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

'তুমি কামক্রোধজনিত ব্যসন সকল পরিত্যাগ করিবে, স্বয়ং ও দূত দ্বারা প্রকৃত বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া অমাত্য ও প্রজাবর্গকে অনুরক্ত করিবে। রাজধর্ম্ম এই যে রাজা ধনাগার রত্নাগার শস্যাগার পূর্ণ করিয়া প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়া প্রজাপালন করিবেন। রাজ্যে প্রজাগণ যেন নিঃশঙ্ক-চিত্তে সুখভোগ করে। তুমি স্বভাবতঃ বিনয়ী, আরও বিনয় অবলম্বন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইবে।'

রাজকুমারগণের পক্ষে কত আবশ্যক এই বিনয় ও জিতেন্দ্রিয়তা। আমরা এই প্রসঙ্গে রামের বিনয়ের আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। রাম যখন বনে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, প্রজাগণ হাহাকার করিতেছে, কৌশল্যা দেবী ও অপরাপর বিমাতাগণ শোকে নিতান্ত আচ্ছন্ন হইয়াছেন; রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া মাতাদিগকে বলিতেছেন—

সংবাসাৎ পরুষং কিঞ্চিদজ্ঞানাদপি যৎকৃতম্।
তন্মে সমুপজানীত সর্ব্বাশ্চামন্ত্রয়ামি বঃ॥

জননীগণ! সর্ব্বদা একত্রবাস হেতু অজ্ঞান বশতঃ যদি আপনাদিগকে কোন পরুষ বাক্য বলিয়া থাকি, অথবা কোন অনিষ্ট করিয়া থাকি, এক্ষণে আপনারা আমার সেই

দোষ ক্ষমা করুন, আপনাদের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। এই বিনয় মানুষের হৃদয়ে শোভাপ্রাপ্ত হউক।

রাম রাজা হইবেন শুনিয়া রামের বন্ধুগণ ত্বরায় কৌশল্যার নিকট সমস্ত জানাইল। কৌশল্যা প্রিয়সংবাদ দাতাকে বহু ধন রত্ন দানে সন্তুষ্ট করিলেন।

রামকে উপদেশ দিয়া রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রামকে আনয়ন জন্য পুনরায় সুমন্ত্রকে প্রেরণ করিলেন। রাম আসিলেন আবার বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। দশরথ বলিতে লাগিলেন---'বৎস, এক্ষণে তুমি রাজা হও, ইহাই প্রজাবর্গের অভিলাষ। আমি তোমাকে কল্যই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। কিন্তু রাম! দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছেন আমার জন্ম নক্ষত্র দারুণ গ্রহ সূর্য্য মঙ্গল রাহু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এবং অদ্য আমি নানাবিধ অশুভ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি। আকাশ হইতে উল্কা সকল পতিত হইতেছে ও নির্ঘাত শব্দ হইতেছে। প্রায় দেখা যায় এই সমস্ত দুর্লক্ষণ আসিলে মহীপতি কালকবলিত হইয়া থাকেন; এজন্য আমার জীবনের প্রতি সংশয় হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রাণীদিগের মনোবৃত্তি সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। যে প্রকারে হউক আমার চিত্ত বিমুগ্ধ হইতে না হইতেই তুমি শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও।' ভাবি-বিপদের ছায়া রাজার অন্তরে পড়িয়াছিল; রাজা রামাভিষেকের বহু বিঘ্ন দেখিতেছিলেন।

শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত আয়োজন হইয়া গেল। রাজা দশরথ তখন পুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠকে আহ্বান করিলেন, বলিলেন 'আপনি রামকে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যলাভার্থ পত্নীর সহিত উপবাসে প্রবৃত্ত করুন।' ভগবান্ বশিষ্ঠ তাহাই করিয়া রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজা অন্তঃপুরে এক্ষণে কৈকেয়ীর ভবনে আগমন করিবেন ইচ্ছা করিলেন। আর কৈকেয়ীর পিতৃদত্ত দাসী মন্থরা চন্দ্রতুল্য কমণীয় প্রাসাদের উপরে আরোহন করিয়া যাহা দেখিল তাহাই কৈকেয়ীর নিকট বলিতে আসিল।

অসৎসঙ্গ। মন্থরা ও কৈকেয়ী।

আমরা কৈকেয়ীর অপরাধের কথা বলিতেছিলাম। কৈকেয়ী দারুণ অপরাধ করিয়াছিল। কৈকেয়ীর অপরাধ! সে অপরাধেরও ক্ষমা ছিল—আর তোমার আমার অপরাধের ক্ষমা হইবে না! কৈকেয়ীর অপরাধের কি সীমা ছিল? কৈকেয়ী রামকে বনে দিয়াছিল। অথচ কৈকেয়ী চিরদিন ত রাক্ষসী ছিল না। কৈকেয়ী রামকে বড়ই ভালবাসিত, রামের মধুর মা সম্বোধনে কৈকেয়ী আত্মহারা হইত। মন্থরা কৈকেয়ীর পিতৃদত্ত দাসী। সর্ব্বদা কৈকেয়ীর নিকটে থাকিত। কেহই তাহার মাতা পিতা ও জন্ম ভূমির বিবরণ অবগত ছিল না। যখন কৈকেয়ী মন্থরার মুখে রামাভি-ষেকের কথা প্রথম শুনিল তখন নিতান্ত পরুষবাক্যে

সম্বোধন করিয়া যখন রামাভিষেকের সংবাদ দিল, বলিল,

"কিং শেষে দুর্ভগে মূঢ়ে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।
ন জানীষেঽতিসৌন্দর্য্যমানিনি মত্তগামিনি" ॥

রে সৌন্দর্য্যগরবিণি! রে মত্তগামিনি! রে দুর্ভাগে! রে মূঢ়ে! তোমার সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি কি কিছুই জানিতে পারিতেছ না? তুমি কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছ? তুমি কি শুনিতেছ না অযোধ্যায় এই উৎসব কিসের জন্য? কেন ধ্বজ-পতাকা এই নগরীকে সমলঙ্কৃত করিতেছে—"রামস্যানুগ্রহাদ্রাজ্ঞঃ শ্বোঽভিষেকো ভবিষ্যতি"। রাজা প্রভাতেই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। সরলহৃদয়া সুশীলা কৈকেয়ী মন্থরার কঠিন বাক্য অগ্রাহ্য করিলেন; পরুষ বাক্যে ক্ষুণ্ণ হইলেন না, পরন্তু রামের নাম শুনিয়া, রাম রাজা হইবেন শুনিয়া, প্রিয়বাদিনী কৈকেয়ী সহসা শয্যা হইতে উত্থান করিলেন, আকস্মিক রামাভিষেক সংবাদে বিস্মিতা ও আনন্দোৎফুল্লা হইয়া শরৎকালীন চন্দ্রকলার মত প্রকাশমানা হইলেন। কুব্জাকে দিব্য আভরণ প্রদান করিলেন—বলিলেন 'মন্থরে! তুমি আমাকে এই প্রিয় সংবাদ দিলে, এই প্রিয় বিবরণ আমার নিকট কীর্ত্তন করিলে, আরও পুরস্কার তোমায় না দিলে আমার সন্তোষ হইতেছে না। মন্থরে, তুমি জান

না আমার রাম ও আমার ভরত উভয়েই সমান—"রামেবা ভরতেবাঽহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।" তুমি যে অমৃতময় প্রিয় সংবাদ দিলে ততোধিক প্রিয় আমার আর কিছুই নাই। তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তোমায় তাহাই দিব।'

মন্থরার মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ্ন দেখিয়া কৈকেয়ী প্রথমে কিছুই বুঝিল না। কৈকেয়ী বলিতে লাগিল "হর্ষস্থানে কিমিতি মে কথ্যতে ভয়মাগতম্" প্রীতি স্থানে আজ তোমার ভীতি কেন আসিল? প্রিয়বাদী রাম যে ভরত অপেক্ষা আমার প্রিয়কারী "ভরতাদধিকো রামঃ প্রিয়কৃন্মে প্রিয়ংবদঃ। রাম যে আমায় কৌশল্যার সমান ভাবিয়া সদা শুশ্রূষা করে। রে মূঢ়ে! "রামাদ্ভয়ং কিমাপন্নং তব মূঢ়ে বদস্ব মে" বল দেখি রাম হইতে কেন তোমার ভয় আসিল?"

কারণবৈরিণী কুব্জা এখন সরলহৃদয়া রাজকন্যার প্রাণে বিষ ঢালিতে লাগিল। রাজা তোমায় মুখে আদর করেন, কিন্তু তিনি কৌশল্যার। মন্থরা বহু কথা কহিল—রাম অভিষেক কালে ভরতকে সংবাদ দিলেন না কেন? তুমি বুঝিতেছ না রাজা কত কৌশল খেলিতেছেন, রাজা তোমায় ত ভালবাসেন না। ভাল বাসিলে কি এত প্রতারণা থাকিত?

কি! ভালবাসায় প্রতার[illegible] কৈকেয়ী রাজাকে

সত্য সত্যই ভালবাসিত। কিন্তু সে ভালবাসা প্রবৃত্তি-মূলক, নিবৃত্তিমূলক নহে। রাজা ইহাতেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাজা দশরথ রামের অভ্যুদয় জন্য মন্ত্রীদিগকে আদেশ করিয়া অন্তঃপুরে অগ্রে কৈকেয়ীর ভবনে আসিতেছেন। দশরথের সংশয়াকুল মন তাঁহাকে নানা আশঙ্কা দেখাইল। "কিন্তু আজ এরূপ দেখিতেছি কেন?

'যা পুরা মন্দিরং তস্যাঃ প্রবিষ্টে ময়ি শোভনা।

হসন্তী মামুপায়াতি সা কিং নৈবাস্থ দৃশ্যতে!'

একি! যে সর্ব্বদা আমার জন্য সাজিয়া থাকিত, মন্দির দ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র যে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিত, হাসিতে হাসিতে আমার হাত ধরিয়া গৃহে লইয়া যাইত, আজ তাহাকে দেখিতে পাই না কেন?'

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর ভালবাসার মুগ্ধ হইয়াছিলেন; "হসন্তী মামুপায়াতি' ইহাতেই প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসার জ্বলন্ত বাহিরের ছবি উঠিয়াছে। মন্থরা প্রাণে বিষ ঢালিল—রাজা প্রতারণা করিয়াছে। প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসায় সব সয়, প্রতারণা সয়না। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসায় কিছুতেই দৃষ্টি থাকে না। তুমি যাহাই কেন কর না, আমি তোমারই। তোমার ক্লেশ আমি কিছুতেই সহিতে পারি না। এ ভালবাসা কৈকেয়ীর ছিল না। কৈকেয়ী অন্যরূপ হইয়া গেল—আর শোভনা নাই, আর হাস্যময়ী নাই!

মন্থরার বাক্যে কৈকেয়ীর বদন ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। কৈকেয়ী "ক্রোধেন জ্বলিতাননা।" কৈকেয়ী ক্রোধে দীর্ঘ উষ্ণনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিল। মন্থরা যাহা বুঝাইল, কৈকেয়ী তাহাই বুঝিল। "অনর্থ মর্থরূপেণ গ্রাহিতা সা ততস্তয়া" অনর্থে অর্থ দেখিল। "সা হি বাক্যেন কুব্জায়াঃ কিশোরীবোৎপথং গতা"। কুব্জার পরামর্শে কিশোরী নিজের বুদ্ধি ছাড়িল —হইল উৎপথগামিনী।

হায়! আজকালকার দিনে কুব্জার পরামর্শে কত কিশোরী উৎপথগামিনী হইতেছে! হিন্দুর সংসার রামশূন্য অযোধ্যা হইয়া পড়িতেছে। জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া দেবরকে তাড়াইয়া দিতেছেন—ইহাতে কি কুব্জার অসৎসঙ্গ নাই? দেবর ত একদিন বড় আদরের ছিল—দেবরকে ত বড় ভাল লাগিত। আজ কোন্ কুব্জার বাক্যে দেবরকে বনবাস দিতেছ? কত বধূ মাতার কুপরামর্শে স্বামীর সংসার ছারেখারে দিতেছে। কত পুত্র শাশুড়ীর কুমন্ত্রণায় পিতা মাতা ভাই ভগ্নী সকলকে জন্মের মত অসুখী করিতেছে। এ সকলের মূলে অসৎসঙ্গ আছে—কুব্জার পরামর্শ আছে। কৈ, সহোদর ভ্রাতাও ত মনে ভাবে না—আমি সুখে থাকিব আর আমার সহোদর ক্লেশ পাইবে। ইহাতে ত আমার সুখ হইবে না। পরের কথায় নিজের বহিঃপ্রাণকে দূর করিয়া দিয়া কি সুখে থাকা যায়। [illegible] যে এরূপ অস্বাভাবিক

পরামর্শ দেয় সেই কুব্জা। হায়! হিন্দু আজ এ কথা ভুলিয়া গিয়াছে! কৈকেয়ীর মত কুব্জাকে বড়ই ভাল দেখিতেছে, কুব্জাকে বড়ই আদর করিতেছে।

কৈকেয়ী কুব্জার কত সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল, বলিয়াছিল "কুতস্তে বুদ্ধিরীদৃশী" "এবং ত্বাং বুদ্ধিসম্পন্নাং ন জানে বক্র-সুন্দরি।" তুমি কুব্জা, হউক তোমার স্থগু (কুঁজ), বক্রসুন্দরি, তোমার বুদ্ধির ত তুলনা নাই। কুব্জে, তুমি আমার হিতৈষিণী। তুমি বলিয়া দিলে বলিয়াই না আজ আমি রাজার প্রতারণা জানিতে পারিলাম।

পৃথিব্যামসি কুব্জানামুত্তমা বুদ্ধিনিশ্চয়ে।
ত্বমেব তু যথার্থেষু নিত্যযুক্তা হিতৈষিণী॥

পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ অশুভদর্শনা অনেক কুব্জা আছে "সন্তি দুঃসংস্থিতাঃ কুব্জা বক্রাঃ পরমপাপিকাঃ" কিন্তু তুমি বায়ুভরে অবনত কমলিনার ন্যায় অতি প্রিয়দর্শনা। "ত্বং পদ্মমিব বাতেন সন্নতা প্রিয়দর্শনা।" বুদ্ধি বিকৃত হইলে কুরূপই সুরূপ মত দেখায়। কৈকেয়ী কুব্জার প্রতি অঙ্গের প্রশংসা করিল। তোমার সর্ব্ব অঙ্গে আমি সৌন্দর্য্য দেখিতেছি। আর তোমার ঐ রথচক্রের ন্যায় আয়ত স্থগু (কুঁজ) আমি দেখিতেছি উহাতে নানাবিধ মতি, ক্ষত্রবিদ্যা সকল ও নানা প্রকার মায়া রহিয়াছে। রাম বনে গেলে আমি তোমার স্থগু হিরণ্ময়ী মালা দিয়া সাজাইয়া দিব। "বিমলেন্দু সমং বক্ত্রমহো [illegible]তি মন্থরে" "চন্দ্রমাহ্বয় মানেন

মুখেনা প্রতিমাননা” বক্রসুন্দরি তোমার মুখের তুলনা নাই। কৈকেয়ী কত শোভাই দেখিতেছে। হায় কৈকেয়ী! স্বামীর প্রিয়বস্তুকে বনে দিয়া তুমি কোন্ সুখের আকাঙ্ক্ষা কর? রামকে বনে পাঠাইয়া তুমি যে স্বামি বিনাশের কারণ হইবে তাহা কেন বুঝিলে না? হায়, যাহাকে সুখ ভাবিতেছ, তাহার ভিতরে যে কত দুঃখ আছে তাহা কেন দেখিলে না?

কৈকেয়ী রামবনবাসে প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিল; অমূল্য মুক্তাহার, মহার্ঘ মনোহর আভরণ সকল পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ন করিল। কুব্জা তখনও নিকটে।

কৈকেয়ী বলিতে লাগিল “কুব্জে, আর আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই।’ কৈকেয়ী কুব্জার বাক্যবাণ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া হৃদয়ে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক “মহারাজ আমাকে এরূপ প্রতারণা করিয়াছেন” ইহা ভাবিয়া অতীব কুপিতা হইল। কৈকেয়ী বলিতে লাগিল “হয় রাম বনে যাইবে নতুবা আমার মৃত্যু হইবে। যদি রাম বনগমন না করে, তবে আমি উত্তম বসন, মালা চন্দন, পান, ভোজন, কিছুই ইচ্ছা করিনা—অধিক কি বাঁচিতেও ইচ্ছা করিনা। “ন চেহ জীবিতং।”

কৈকেয়ী ও রাজা দশরথ।

মন্থরার মনোরথ সিদ্ধ হইল। কুব্জা গোপনে থাকিয়া দেখিল রাজা ব্যস্তসমস্তে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন।

রাজা কৈকেয়ীর দশা দেখিয়া বড়ই ব্যাকুল হইলেন, বড়ই ভয়সন্ত্রস্ত হইলেন ; কৌশল্যার মনেও এইরূপ একটা ভয় সর্ব্বদা ছিল। রামাভিষেকের সংবাদে কৌশল্যা প্রীতমনা হইয়াছিলেন ; কৌশল্যা বলিয়াছিলেন

"সত্যবাদী দশরথঃ করোত্যেব প্রতিশ্রুতম্।"

সত্যবাদী রাজা অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবেন জানি, তথাপি আমার প্রাণে বড় ভয় আসিতেছে, আমার রাম কি রাজা হইতে পারিবে ? রাজা যে বড়ই কৈকেয়ীর বশ—কি জানি কি করিতে কি করিয়া বসিবেন।

কৈকেয়ীবশগঃ কিন্তু কামুকঃ কিং করিষ্যতি।
ইতি ব্যাকুলচিত্তা সা দুর্গাং দেবীমপূজয়ং॥

'মা দুর্গা—বড় প্রাণভরা নাম তোমার। আমার পাপমনে কত দুশ্চিন্তা আসিতেছে। ভবদুঃখহরা মা! যেন আমার রামের কোন বিঘ্ন না হয়।' কৌশল্যা ব্যাকুলচিত্তে ভাবি বিপদ নিবারণ জন্য দুর্গার পূজা করিলেন।

রাজা দশরথের হৃদয়ে ভাবি আশঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে। রাজা "উপবিশ্য শনৈর্দেহং স্পৃশন্ বৈ পাণিনাঽব্রবীৎ।" রাজা উপবেশন করিলেন, ধীরে ধীরে কৈকেয়ীর গাত্র স্পর্শ করিলেন। রাজা বহু কথা কহিলেন। শেষে রামের উপর শপথ করিলেন। বলিলেন—

"মম প্রাণাৎ প্রিয়তরো রামো রাজীবলোচনঃ।
তস্যোপরি শপে ত্বাং [illegible]তং তৎ করোম্যহম্॥

রাজীবলোচন রাম আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। রামের দিব্য লইয়া বলিতেছি, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।

রাজার কোন অনুনয়ে কৈকেয়ী এতক্ষণ উত্তর করে নাই। রামের উপর শপথ করিবামাত্র ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিল। ভিতরে প্রতারকের উপর দারুণ ক্রোধ। প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসা প্রতিহত হইয়া ক্রোধমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। রাজা মরুক বা বাঁচুক কোন বিচার নাই। রাক্ষসী বহুপ্রকারে রাজার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। শেষে কৌশলে 'রামকে দণ্ডকবনে পাঠাইতে হইবে' এই বাক্য উচ্চারণ করিল। বলিল "যদি কিঞ্চিৎ বিলম্বেত প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যে তবাগ্রতঃ।" প্রভাতেই বনে পাঠাইতে হইবে, একটু বিলম্ব করিলে আমি তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।

রাজা দশরথ নিদারুণ বাক্য শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কতকক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ হইল। রাজা ভয়ে ভয়ে চক্ষুরুন্মীলন করিতেছেন আর মনে মনে ভাবিতেছেন "দুঃস্বপ্নো বা ময়া দৃষ্টোহথবা চিত্তবিভ্রমঃ"।

রাজীবলোচন রামকে মুনিবেশে জটা বল্কল পরাইয়া কন্দমূল ফল ভক্ষণ করিতে আজ্ঞা দিয়া আমি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী করিব! আমার প্রিয়া ভার্য্যা আমাকে ইহাই করিতে বলিতেছে! ইহা কি দুঃস্বপ্ন অথবা আমার চিত্তবিভ্রম। রাজা আ[illegible] চক্ষু মার্জ্জন করিলেন।

কিন্তু সম্মুখেই কৈকেয়ী। কৈকেয়া উঠিয়া বসিয়াছে। "পন্নীং ব্যাঘ্রীমিব পুরঃ স্থিতাম্।" একদিন এই কৈকেয়ী প্রাণপ্রদায়িনী ছিল, আর আজ—আজ কৈকেয়ী প্রাণ-সংহারিণী! ব্যাঘ্রীর মত সম্মুখে বসিয়া আছে। আবার রাজা অনুনয় করিলেন, আবার বিনয় বাক্য বলিলেন; কিন্তু সেই নিষ্ঠুর দৃষ্টি, সেই প্রাণহর বাক্য।

রাজা কৈকেয়ীর চরণে ধরিলেন চক্ষের জলে কণ্ঠ রোধ হইয়া যাইতেছে। রাজা অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া বলিলেন, "কমলেক্ষণ রামের ত কোন দোষ নাই; রাম তোমার কি অপরাধ করিয়াছে বল? তুমি যে আমার কাছে রামের গুণ অহর্নিশি বর্ণনা করিয়াছ, কতবার যে বলিয়াছ "কৌশল্যাং মাং সমং পশ্যন্ শুশ্রূষাং কুরুতে সদা।" রাম তোমাকে ও কৌশল্যাকে সমান দেখে, সমান ভাবে সেবা করে। পূর্ব্বে তুমি অনেকবার ত ইহা বলিয়াছ, তবে আজ কেন এই নিদারুণ বাক্য বলিতেছ? তুমি রাজ্য চাও, ভরতের জন্য রাজ্য গ্রহণ কর; কিন্তু "রামস্তিষ্ঠতু মন্দিরে" কিন্তু রামকে বনবাসে দিও না। কৈকেয়ি! প্রতিকূলে! তুমি আমার প্রতি অনুকূল হও; রাম হইতে কোন জীবের কোন ভয় নাই, তোমার ও কোন ভয় নাই। "রামান্নাস্তি ভয়ং তব"। রাজা কাঁদিতেছেন; আবার "পাদয়োর্নিপপাত হ"—কৈকেয়ীর চরণে [illegible] পতিত হইলেন।

কৈকেয়ীর চক্ষু ক্রোধে [illegible]বর্ণ হইয়াছে। 'রাজা তুমি

ভ্রান্ত হইয়াছ, যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলে এখন তাহা অস্বীকার করিতেছ; তুমি মিথ্যাবাদী হইতেছ নিশ্চয়ই তোমার নরকে গতি হইবে। রামের উপরে শপথ করিয়া মিথ্যা বলিতেছ, নরক ভিন্ন তোমার স্থান কোথায়? "মিথ্যা করোষি চেৎ স্বীয়ং ভাষিতং নরকং ভবেৎ"। যদি আমি একদিন ও রাম-জননীকে সকলের নমস্কার গ্রহণ করিতে দেখি, যদি তুমি রামকে রাজ্যে অভিষেক কর, তবে হে নরপতে! আমি প্রাণ-স্বরূপ ভরতের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি কিছুতেই জীবন রাখিব না। রামের বনবাস ভিন্ন আর কিছুতেই আমার সন্তোষ হইবে না; অজিন ও চীর বস্ত্র পরিয়া যদি প্রভাতেই রাম বনে না গমন করে, তবে উদ্বন্ধনে বা বিষভক্ষণে তোমার সম্মুখেই আমি প্রাণত্যাগ করিব।

বনং ন গচ্ছেদ্‌যদি রামচন্দ্রঃ প্রভাতকালেঽজিনচীরযুক্তঃ।
উদ্বন্ধনং বা বিষভক্ষণং বা কৃত্বা মরিষ্যে পুরতস্তবাহম্‌॥'

রাজা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার জীবন অন্ত হইল।

হায়! কত সংসার এই ভাবে ছারখারে যাইতেছে। প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসায় কত মনুষ্য নিত্য প্রতারিত হইতেছে। মানুষ বুঝিয়াও বুঝে না। ভালবাসায় প্রিয় ব্যক্তির দুঃখ দেখিতে পারা যায় না। ভালবাসায় "লওয়া"

থাকে না—থাকে "দেওয়া"। রাজা দশরথের জীবন যায় কৈকেয়ীর তাতে কি? নিবৃত্তি-মূলক ভালবাসা অমৃত—প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসা বিষ। প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসায় ডাকাতে ডাকাতে মিশ্রণ, উভয়েই দাঁও খুঁজে। আর প্রকৃত ভালবাসায় সাধুর সহিত সাধুর মিলন, উভয়েই উভয়কে সেবা করিতে ব্যস্ত। মানুষ যদি ভালবাসা বুঝিত, কত বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিত।

সে রাত্রি কাটিয়া গেল। রাজার মনে হইল এক রাত্রি যেন এক বৎসরের মত। সুখের সময় এক মুহূর্ত্তে ফুরাইয়া যায়, আর দুঃখের সময়! সে সময় আর কাটে না। রাজার যখন চেতনা হইতেছিল, কৈকেয়ী রাজার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। 'সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই বেদ, সত্য ব্যবহার দ্বারাই পরমপদ লাভ হয়। সত্যপালনার্থ, ধর্ম্মপালনার্থ রাজা তুমি আপন পুত্র রামকে বিবাসিত কর। না কর ত্বৎকর্ত্তৃক অপমানিত আমি, আমি প্রাণত্যাগ করিব।'

রাজা দশরথ নিজের মৃত্যু নিকটে দেখিতেছেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ধর্ম্মরক্ষা করিতেই হইবে। প্রতিজ্ঞা পালন করিতে গেলে রামকে বনবাস দিতে হয়। রাজা বুঝিলেন, কৈকেয়ীকে শান্ত করিবার আশা করা বৃথা তথাপি রাজা চেষ্টা করিলেন। পতির মৃত্যু অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর অ[illegible]কি আছে? রাজা রামবিয়োগে

নিজের মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী তাহাও বুঝাইলেন কিন্তু কে শুনিবে সে কথা? রাজার আর অনুনয় বিনয় বাহির হইল না। রাজা ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, ভয় দেখাইতে লাগিলেন।

"এখনই রাত্রি প্রভাত হইবে, এখনই বশিষ্ঠাদি গুরুজনেরা আমাকে রামের অভিষেকার্থ সত্বর করিবেন। রে পাপাচারে! যদি তুই অভিষেকের ব্যাঘাত করিস্, তবে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু ঘটিবে।" কৈকেয়ী কোন কথাই শুনিল না, কৈকেয়ীর কোন ভয় নাই। রাজা আবার বলিলেন 'অগ্নিসমক্ষে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তোর যে হস্ত ধারণ করিয়াছি, তাহা ত্যাগ করিলাম, তোর গর্ভের সন্তানকে পরিত্যাগ করিলাম'; তথাপি কৈকেয়ীর ভ্রূক্ষেপ নাই।

দেখিতে দেখিতে চন্দ্রনক্ষত্রমালিনী পুণ্যা রজনী বিগতা হইল। অরুণোদয় কালে সূত মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকবর্গ রাজার নিদ্রাভঙ্গসূচক বন্দনা আরম্ভ করিল। কৈকেয়ী পরুষ বাক্যে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল।

সূর্য্য উদিত হইলেন। পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পুণ্য মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। ভগবান্ বশিষ্ঠ অন্তঃপুরের মধ্যকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার আহৃত হইয়াছে। যেমন যেমন বশিষ্ঠ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সমস্তই সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে।

সে রাত্রিতে পৌরজনপদবর্গ [illegible] নাই। সকলেই

উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্ত—কখন প্রভাত হইবে, কখন আমরা রামকে দেখিব—সকলের মুখেই এই এক কথা। পীত-কৌষেয়বাস, সর্ব্বাভরণসম্পন্ন, কিরীটকটকোজ্জল, কৌস্তভাভরণ, শত-কন্দর্প-সুন্দর শ্যাম-কলেবর, রামচন্দ্র কখন গজারূঢ় হইয়া হাস্যমুখে অভিষেকের জন্য আসিবেন; শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া কখন তাঁহারা লক্ষণান্বিত শ্রীলক্ষ্মণকে ঐ সঙ্গে দেখিবেন!

প্রভাত হইয়া গেল। রাজা ত এখনও আসিলেন না, পুরবাসিগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছে। এমন সময়ে সুমন্ত্র রাজার নিকটে গমন করিলেন।

সুমন্ত্র রাজাকে নিতান্ত দীনভাবাপন্ন দেখিলেন। কৈকেয়ীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৈকেয়ী মিথ্যা কথা বলিল—বলিল 'রাজা রামাভিষেক-কার্য্যে সমুৎসুক হইয়া জাগিয়াই রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন, তাই তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। সুমন্ত্র! অন্য বিচারের প্রয়োজন নাই, তুমি শীঘ্র রামকে এখানে আনয়ন কর। "রামমানয় শীঘ্রং ত্বং রাজা দ্রষ্টুমিহেচ্ছতি"।'

রাজার মুখে না শুনিলে মন্ত্রী কিছুই করিতে পারেন না ইহাই রাজনীতি। সুমন্ত্র কৈকেয়ীকে তাহাই বলিলেন। তখন রাজা আজ্ঞা করিলেন। সুমন্ত্র রাম-মন্দিরে গমন করিলেন—বলিলেন 'হে রাজীব-লোচন! তোমার মঙ্গল হউক। শীঘ্র আমার সহিত তুমি পিতৃভবনে আইস।'

রাজা তোমাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।' রাম শশব্যস্তে রথারোহণে লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন; দেখিলেন রাজা দশরথ নিতান্ত দীনভাবাপন্ন, অত্যন্ত শুষ্কবদন; ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতেছেন। আর রমণীগণ রোদন করিতেছে। সকলে রোদন করিতেছে কেন, রাম কিছুই বুঝিতেছেন না। ভগবান্ বশিষ্ঠও সেখানে। রাজার দুঃখের কারণ কি, রাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ কিছুই বলিল না। রাম তখন পিতার চরণ বন্দনা করিলেন, পরে মাতাকে প্রণাম করিলেন। দশরথ কষ্টে "রাম" এই মাত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন আর কিছুই বলিতে পারিলেন না; চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারা বহিল। রাম পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। মানব পদদ্বারা সর্পকে স্পর্শ করিয়া যেরূপ আকস্মিক ভয় প্রাপ্ত হয়, রাম সেইরূপ ভীত হইলেন। রাম বড়ই চিন্তাকুল হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন 'পিতা ও অভিনন্দন করিলেন না; ক্রুদ্ধাবস্থাতেও যিনি আমায় দেখিয়া প্রসন্ন হয়েন, আজ কেন তিনি এরূপ হইলেন?' রাম তখন কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা! আমি কি অজ্ঞান-বশতঃ পিতার নিকটে কোন অপরাধ করিয়াছি? উনি ত সর্ব্বদাই আমার প্রতি প্রসন্ন, আজ ত আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন না। মা, [illegible]মার প্রতি যদি ক্রোধ

হইয়া থাকে তবে আপনিই উঁহাকে প্রসন্ন করুন। মা আমার প্রিয়দর্শন ভরতের ত কোন অনিষ্ট হয় নাই? শত্রুঘ্ন ত ভাল আছে? কোন কারণে পিতা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণে ইচ্ছা করি না। পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা। আপনি ত অভিমানিনী হইয়া পিতাকে কোন পরুষ বাক্য বলেন নাই?'

কৈকেয়ী আজ রামের "মা" আহ্বানেও ব্যাকুলা হইল না। রামকে সকল কথা বলিল; আরও বলিল 'রাজা লজ্জাবশতঃ বলিতে পারিতেছেন না। তুমি পিতার কার্য্য কর—রাজাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ কর, সত্যবাদী কর। গুরুতর সত্যপালন দ্বারা পিতাকে পরিত্রাণ কর।' কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া রাম শূলাহত ব্যক্তির ন্যায় ব্যথিত হইলেন, বলিলেন 'মা তুমি একি বলিতেছ? অহো ধিঙ্‌নার্হসে দেবি বক্তুমামীদৃশং বচঃ। হা ধিক্ দেবি আমাকে এরূপ বলা আপনার উচিত হয় না। কেননা "পিত্রর্থে জীবিতং দাস্যে পিবেয়ং বিষমুল্বনম্—" মা! আমি পিতার জন্য জীবন দিতে পারি, তীব্রবিষ পান করিতে পারি, সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারি, অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারি। "ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং, মজ্জেয়মপি-চার্ণবে।"

"অনাজ্ঞপ্তোঽপি কুরুতে পিতুঃ কার্য্যং স উত্তমঃ,"

যে পিতার আজ্ঞা না পাইয়াও তাঁহার অভিপ্রায়

জানিয়া অগ্রে কার্য্য করিয়া রাখে সেই উত্তম পুত্র।
আর—

"উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ স মধ্যম উদাহৃতঃ"।

আর পিতা বলিবামাত্র যে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য করে, সে মধ্যম। কিন্তু—

"উক্তোঽপি কুরুতে নৈব স পুত্রো মল উচ্যতে"।

পিতা আজ্ঞা করিলেও যে করে না, সে পুত্র নহে পিতার মল মাত্র। মা! আমি ইহা জানি। তুমি বল পিতা আমায় কি আজ্ঞা করিয়াছেন—সত্যংসত্যং করোম্যেব রামো দ্বির্নাভিভাষতে—তুমি বল পিতার আজ্ঞা কি, আমি এই মুহূর্ত্তেই তাহা পালন করিব; ইহা সত্য সত্য, রাম কখন দুই কথা বলে না।'

কৈকেয়ী তখন বলিতে লাগিল 'রাম! আমার মতে তোমার আর বনগমনে কিছুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে। যে পর্য্যন্ত তুমি বনে না যাইবে, সেই পর্য্যন্ত তোমার পিতা স্নান বা ভোজন করিবেন না।'

পাষাণে বুক বাঁধিয়া কৈকেয়ী সকল কথা বলিল। রাজার একবার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল; রাজা কৈকেয়ীর কথা শুনিলেন, শুনিয়া আবার "হা কষ্ট" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

রাম রাজা দশরথকে ধরিয়া উঠাইলেন এবং কৈকেয়ীকে বলিলেন 'মাতঃ, পিতৃশুশ্রূষা পিতৃবাক্য পালন অপেক্ষা

মহত্তর ধর্ম্মাচরণ আর নাই; আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও যাহাতে পিতার প্রিয়কার্য্য করিতে পারি তাহাই করিব। পিতা আমাকে বলিলেন না, আমি আপনার আদেশেই চতুর্দ্দশ বর্ষকাল জটাধারী, ও চীরপরিধায়ী হইয়া বনে বাস করিব। আমা হইতে পিতার ক্লেশ হইতেছে ইহা ভাবিয়াও আমি যেন শূল দ্বারা বিদ্ধ হইতেছি। পিতার বাক্যে আমার অকরণীয় কি আছে? আমি নিজের প্রাণত্যাগেও ক্ষণকালের জন্য কুণ্ঠিত নহি; এমন কি

"সীতাং ত্যক্ষ্যেঽহথ কৌশল্যাং রাজ্যঞ্চাপি ত্যজম্যিহম্"।

সীতা বা কৌশল্যা বা রাজ্য পিতৃবাক্যে আমি সমস্তই পরিত্যাগ করিব।'

রামের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া রাজা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। রাম সংজ্ঞাবিহীন পিতাকে প্রণাম করিলেন, মাতাকে প্রণাম করিলেন। তখন রাম পিতামাতাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। মধ্যপথে আভিষেচনিক দ্রব্য—রাম সেই সকল দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন।

রাম যাইবার সময় বলিয়া গেলেন অদ্যই আমি মাতার অনুমতি লইয়া এবং সীতাকে অনুনয় করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করিব।

রাম ও কৌশল্যা।

রাম মাতার নিকট আসিতেছেন। আর কৌশল্যা? প্রভাতেই অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী তাঁহার রামকে আশ্রয় করিবেন, কৌশল্যা রামকারণে শ্রীহরির পূজা করিতেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম করাইতেছিলেন। কৌশল্যা ব্রাহ্মণদিগকে বহুধন প্রদান করিয়াছিলেন। তখন প্রতি মাঙ্গলিক কার্য্যে দান, হোম, পূজা ইত্যাদি দ্বারা শ্রীভগবানের প্রসন্নতা ভিক্ষা করা আর্য্যজাতির প্রধান কার্য্য ছিল। দান হোম পূজা অন্তে "ধ্যায়তে বিষ্ণুমেকাগ্রমনসা মৌনমাস্থিতা" কৌশল্যা মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রমনে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করিতেছিলেন। মাতা কৌশল্যা ভিতরে শ্রীবিষ্ণু দেখিতেছিলেন। রাম আসিলেন কিন্তু কৌশল্যা দেখিতে পাইলেন না।

অন্তস্থমেকং ঘনচিৎপ্রকাশং
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়স্বরূপম্।
বিষ্ণু স নন্দময়ং হৃদজে
সা ভাবয়ন্তী ন দদর্শ রামম্॥

কৌশল্যার নিকটে সুমিত্রা। সুমিত্রা রামকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে কৌশল্যাকে জাগাইলেন, বলিলেন "রাম আসিয়াছে।"

কৌশল্যা রাম নাম শুনিলেন, তখন দৃষ্টি বাহিরে

প্রবাহিত হইল। বাহিরেই রাজীবলোচন রাম। যেরূপ ঘোটকী হর্ষ সহকারে স্বীয় তনয়ের প্রতি ধাবিত হয়, কৌশল্যা হর্ষসমন্বিতা হইয়া সেইরূপে রামের নিকটে গমন করিলেন। রাম মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। কৌশল্যা রামকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ক্রোড়ে বসাইয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, আর নীলোৎপলনিভ রামগাত্র পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিতে লাগিলেন।

কৌশল্যা দেখিতেছেন রামের মুখ বিষণ্ণ। ভাবিলেন সুকুমার রাম ত উপবাসী, বুঝি রামের ক্ষুধা পাইয়াছে। পুত্রের মুখ শুষ্ক দেখিলে মাতার আর কি চিন্তা আসিবে? কৌশল্যা বিপদের কিছুই জানেন না, রামকে ক্রোড়ে বসাইয়া বলিতেছেন, 'বৎস! তোমার মুখ যে বড় শুষ্ক, তুমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছ, কিছু খাইবে?'

মাতার স্নেহ রামকে ব্যাকুল করিল। কিরূপে এই সংবাদ জানাইব? রাম কিন্তু বিলম্ব করিতে পারিতেছেন না; বলিতেছেন "মা, যে মহদ্ভয় উপস্থিত হইয়াছে দেখিতেছি তুমি তাহার কিছুই জান না। দেবি! নূনংন জানীষে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্" ; মা! আমার ত ভোজনের অবসর নাই, "ভোজনাবসরঃ কুতঃ" অদ্যই আমাকে দণ্ডকারণ্য গমন করিতে হইবে। আমার পিতা বিমাতাকে যে বর দিয়াছিলেন, তাহার একবরে আমায় বনবাসে যাইতে হইবে দ্বিতীয়টিতে ভরত অযোধ্যার রাজা হইবে। আমি চতুর্দ্দশ

বৎসরের জন্য মুনিবেশ ধারণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিব; এই চতুর্দ্দশ বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। মা তুমি অনুমতি কর আমি অদ্যই বনে যাইব। তুমি কোন চিন্তা করিও না। আমি শীঘ্রই আসিব।"

কোথায় অভিষেক, আর কোথায় বনবাস! কৌশল্যা সহসা উদ্বিগ্না হইলেন। বনভূমিতে শালযষ্টি কুঠারচ্ছিন্ন হইয়া যেরূপ পতিত হয় কৌশল্যা রামবাক্যে আহতা হইয়া সেইরূপে ভূতলে পতিতা হইলেন। রাম তাঁহাকে উঠাইলেন, এবং ধূলি মুছাইতে লাগিলেন। কৌশল্যা দুঃখসাগরে নিমগ্না। ভারবহনান্তে ভূমিলুণ্ঠনকারিণী ঘোটকীর যে অবস্থা হয় কৌশল্যার তাহাই হইল। কৌশল্যা রামকে জানিতেন "রামোদ্বির্নাভিভাষতে" রাম কখন দুই কথা কহেন না। বলিতে লাগিলেন 'রাম তুমি বনে যাইবেই, আমায় লইয়া চল। কৌশল্যা আর বলিতে পারেন না—

কৌশল্যা বড় ব্যাকুলা হইয়া আবার রামকে বলিতে লাগিলেন।

'যথা গৌর্বালকং বৎসং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি কুত্রচিৎ।
তথৈব ত্বাং ন শক্নোমি ত্যক্তুং প্রাণাৎ প্রিয়ং সুতম্॥'

রাম, গাভী অত্যন্ত দুর্ব্বলা হইয়াও যেমন বনে বৎসের অনুগামিনী হয়, যেমন বৎস ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারে না, সেইরূপ তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়,

আমি তোমায় ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারিব না। নিতান্ত দুর্ব্বলা হইয়াও বনে তোমার অনুগমন করিব।'

কৌশল্যার দৃষ্টি পড়িল এখন শোকের কারণের উপর। 'আমি চিরকালই স্বামীর অপ্রিয়। তিনি আমাকে অত্যন্ত নিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি আমাকে কৈকেয়ীর দাসীর সমান—তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট করিয়াছেন। রাম তোমার মুখ দেখিয়া আমি কি সেই নিয়ত-কোপনা কটুভাষিণী কৈকেয়ীর মুখ দেখিয়া সুখে থাকিব? রাজা যদি ভরতের উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, রাজ্য তাহাকে প্রদান করুন; কিন্তু তোমায় বনবাসী হইতে আজ্ঞা করেন কেন? রাজা কৈকেয়ীর উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, সর্ব্বস্ব তাহাকে দান করুন। কিন্তু তুমি রাজা বা কৈকেয়ীর নিকট কি অপরাধ করিয়াছ?' কৌশল্যার চক্ষু জলপূরিত। কৌশল্যা আবার বলিতে লাগিলেন :—

"পিতা গুরুর্যথা রাম তবাহমধিকা ততঃ।
পিত্রাজ্ঞপ্তো বনং গন্তুং বারয়েয়মহং সুতম্॥

পিতা তোমার যেমন গুরু আমি মা তদপেক্ষা অধিক। পিতা তোমায় বনগমনে আজ্ঞা করিয়াছেন আমি আমার পুত্রকে নিষেধ করিতেছি। যদি আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া পিতৃ আজ্ঞানুসারে তুমি বনে যাও তবে আমি এই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যমালয়ে গমন করিব। আমার হৃদয় বুঝি বড়ই কঠিন—নতুবা রাম! তোমার

এই নিদারুণ কথা শুনিয়াও আমার হৃদয় ত এখনও বিদীর্ণ হইল না। বুঝি আমার মরণ নাই, বুঝি যমও আমায় গ্রহণ করেন না।"

রাম ও লক্ষ্মণ।

কৌশল্যার আকুলি-বিকুলি দেখিয়া লক্ষ্মণের ক্রোধ হইল। লক্ষ্মণ পূর্ব্ব হইতেই সঙ্গে ছিলেন। ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়া রামজননী যখন রামের বিঘ্ন বিনাশের জন্য দেবতার আরাধনা করিতেছিলেন লক্ষ্মণ তাহাও দেখিয়াছিলেন। যখন "প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দ্দনম্" যখন তিনি প্রাণায়াম দ্বারা পরম পুরুষ জনার্দ্দনের ধ্যান করিতেছিলেন, লক্ষ্মণ তখন ভগবতীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। আর যখন রামমাতা রাজলক্ষ্মী রামকে আশ্রয় করিবেন শুনিয়া মা জানকীকে নিজের নিকটে আনিয়া সুমিত্রাকে ডাকিয়া আনন্দোৎফুল্ল মুখে গদ্‌গদ্ বচনে সীতাকে কতই শিক্ষা দিতেছিলেন লক্ষ্মণ এই দৃশ্য দেখিয়া আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। আর আজ! আজ জলোদ্ধৃত পদ্ম হইতে যেমন বারি নির্গত হয় সেইরূপ রোদন পরায়ণা ভগবতী কৌশল্যাকে দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কৌশল্যার অকথ্য যাতনা লক্ষ্মণকে আত্মহারা করিতেছে। কৌশল্যা যখন রামকে বলিলেন;

"যদি গচ্ছসি মদ্বাক্য মুল্লঙ্ঘ্য নৃপ বাক্যতঃ" যদি আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া, রাম তুমি রাজার কথায় বনে গমন কর "তদা প্রাণান্ পরিত্যজ্য গচ্ছামি যমসাদনম্" তবে প্রাণত্যাগ করিয়া আমি যমসদনে গমন করিব। লক্ষ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া "উবাচ রাঘবং বীক্ষ্য দহন্নিব জগত্রয়ম্" যেন ত্রিজগৎ দগ্ধ করিতে করিতে রামের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন;

উন্মত্তং ভ্রান্তমনসং কৈকেয়ীবশবর্ত্তিনম্।
বদ্ধা নিহন্মি ভরতং তদ্বন্ধূন্ মাতুলানপি॥

উন্মত্ত, ভ্রান্তচিত্ত কৈকেয়ীবশবর্ত্তী ভরতকে বন্ধন করিয়া তাহার সাহায্যকারী তাহার মাতুলের সহিত বিনাশ করিব। আপনারা অভিষেকের জন্য যত্ন করুন, আমি ধনুষ্পাণি হইয়া রামাভিষেকের বিঘ্ন বিনাশে নিযুক্ত রহিলাম। ধিক্ আমার বাহুবল—যদি আমি এই কর্ম্ম করিতে না পারি। লক্ষ্মণ এখন বালক নহেন তাঁহার বয়ঃক্রম সাতাইশ বৎসর।

পরম শান্ত রাজীবলোচন রাম তখন লক্ষ্মণের ক্রোধ-শান্তি জন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। আজ আমরা চারিদিকে কতই না ক্রোধের মূর্ত্তি অবলোকন করি। কথায় কথায় ক্রোধ। একজন ক্রুদ্ধ হইলে আর এক জন যদি শান্ত না থাকেন তবে প্রলয় উপস্থিত হয়। রাম-চন্দ্রের ব্যবহারে আমরা বহু শিক্ষা পাইতে পারিব যদি

আমরা শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণপণ করি এবং ক্রোধ উদ্রেক সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের ব্যবহার স্মরণ করিতে পারি।

রাম লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া প্রথমেই কোন উপদেশ দিলেন না, কিন্তু একবার আলিঙ্গন করিলেন। শান্ত ব্যক্তির স্পর্শে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির শরীরে, এক ক্রিয়া হয়, তাহাতে ক্রোধের কিছু শান্তি হয়। শান্তভাবে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির হস্ত ধারণ করিলে, ক্রোধ ক্ষণকালের জন্য যেন প্রবাহিত হয় না। রাম প্রথমে যাহা বলিলেন তাহাতে একটু যেন শ্লেষ মিশ্রিত ছিল, কিন্তু স্বভাব বিনয়ী রামচন্দ্রের মুখ হইতে বাহির হইয়া তাহা সত্যরূপে দাঁড়াইল। রাম বলিলেন—রঘুকুল শ্রেষ্ঠ! তুমি বীর এবং আমার অত্যন্ত হিতৈষী। কারণ আমার অতিপ্রিয় ভরতকেও আমার জন্য বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ। কিন্তু লক্ষণ! বিক্রম প্রকাশের সময় ত ইহা নহে। "কিন্তু তে সময়ো নহি"। তখন রাম তত্ত্ব কথা কহিলেন—মানুষ যদি পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ-গুলি আলোচনা করিয়া স্মরণ রাখিতে পারে তবে মানুষ কতই লাভবান হয়। রাম বলিতে লাগিলেন—

"যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং রাজ্যং দেহাদিকঞ্চ যৎ" এই রাজ্য, এই দেহ, এই যাহা সমস্ত দেখিতেছ, ইহা যদি নিত্য হয়, ইহা যদি সর্ব্বদা থাকে, তবে ইহার জন্য তোমার পরিশ্রম সফল। "আয়াসঃ সফলশ্চতে" কিন্তু ভাই! বিচার

করিয়া দেখ ভোগ সকল মেঘবিতানস্থ বিদ্যুল্লেখার মত চঞ্চল; আর আয়ু—আয়ু অগ্নিসন্তপ্ত লৌহস্থ জলবিন্দুবৎ। একবার বিচার করিয়া দেখ দেখি ভোগাসক্ত মানুষের প্রকৃত অবস্থা কি।

যথা ব্যালগলস্থোঽপি ভেকোদংশানপেক্ষতে।

তথা কালাহিনাগ্রস্তো লোকো ভোগানশাশ্বতান্॥

সর্প ভেক ধরিয়াছে—অল্পে অল্পে গ্রাস করিতেছে। একবারে পারেনা—তাই সর্প যখন গলাধঃকরণ না করিয়া শুধু ধরিয়া থাকে, ভেক সেই সময়ের মধ্যে মুখ-পতিত-কীট পাইয়া আনন্দে ভক্ষণ করে। মানুষের ভোগও কি এইরূপ নহে? সে যখন কোন কিছু ভোগ করে তখন কি নিজে কালসর্পের গ্রাসে নহে? শরীরের ভোগের জন্য মানুষ রাত্রিদিন কর্ম্মে তৎপর হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু যদি দেহ হইতে ভিন্ন পুরুষের একবার সন্ধান লয় তবে "কো বাত্র ভোগঃ পুরুষেণ ভুজ্যতে"—তবে বুঝিতে পারে পুরুষের আবার ভোগ কি? পিতা মাতা সুত দারা বন্ধু ইহাদের যে একত্র মিলন তাহা পানীয়শালায় বহু পান্থ-সমাগমের ন্যায়, অথবা নদীমধ্যে স্রোতঃসমাহৃত কাষ্ঠ-রাশি সম্মিলনের ন্যায়। ধনসম্পত্তি ছায়ার ন্যায় চঞ্চল। এই লক্ষ্মী যেন চরণদাহে কাতরা হইয়া একস্থলে পদ স্থাপন করিতে না পারিয়াই চঞ্চলভাবে সর্ব্বদা ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। যৌবন কয়দিনের জন্য, পরমায়ু কতটুকু?

তথাপি মানুষের এত অভিমান! নিরন্তর রোগাদি সঙ্কুল সংসার। এ যেন গন্ধর্ব্বনগর, এ যেন স্বপ্ন; নিতান্ত মূঢ় মানবই সংসার অনুবর্ত্তন করে। আর—

আয়ুর্ব্যং ক্ষীয়তে যস্মাদাতিস্থ গতাগতৈঃ।
দৃষ্ট্বান্যোষাং জরামৃত্যু কথঞ্চিন্নৈব বুধ্যতে॥

মানুষ কেন প্রবুদ্ধ হয় না? সূর্য্যের উদয় অস্ত প্রতিদিন হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আয়ুও ক্ষয় হইতেছে। মানুষ প্রত্যহই অন্যের জরা মৃত্যু দেখিতেছে অহো! কি বিচিত্র মোহ! তথাপি মানুষ প্রবুদ্ধ হইতেছে না। সেই দিন, সেই রাত্রি একভাবেই আসিতেছে, যাইতেছে—মোহ-বুদ্ধিবশতঃ মানুষ একরূপ কার্য্যই করিতেছে, আর ভাবিতেছে, ভোগ করিতেছি, কিন্তু সময়ের দিকে একবার তাকায় না। একবারও ভাবে না, আয়ু আমঘটাম্বুবৎ প্রতিক্ষণেই বিগলিত হইতেছে, রোগ সকল শত্রুগণের ন্যায় শরীরকে প্রহার করিতেছে, জরা ব্যাঘ্রীর ন্যায় সম্মুখে আসিয়া গর্জ্জন করিতেছে, মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেছে, কেবল কাল প্রতীক্ষা মাত্র। মানুষ কৃমি-বিষ্ঠা-ভস্মময় এই দেহকে "অহং" বলিয়া "রাজা" বলিয়া মনে করে। কিন্তু ত্বক্ অস্থি মাংস বিষ্ঠা মূত্র রেত রক্তাদি-ময় বিকারী ও পরিণামী দেহ কোথায়, আর রাজরাজেশ্বর আত্মাই বা কোথায়!

লক্ষ্মণ! যে ক্রোধ অবলম্বন করিয়া লোকসকল তুমি

দগ্ধ করিতে ছুটিয়াছ, দেহে অহং অভিমানই না তাহার কারণ? মানুষের শত্রু অনেক—সুখের বিঘ্ন বহু. তন্মধ্যে ক্রোধই মানুষের চিরসুখপ্রাপ্তির প্রধান কণ্টক। এই ক্রোধে পড়িয়া মানুষ স্বজন পর্য্যন্ত বিনাশ করে। ক্রোধ মনস্তাপের মূল, ক্রোধ সংসারের বন্ধন, ক্রোধ হইতে ধর্ম্মক্ষয় হয় অতএব ভাই ক্রোধ ত্যাগ কর।

"ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধ সংসারবন্ধনম্।
ধর্ম্মক্ষয়করঃ ক্রোধস্তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ॥
ক্রোধ এষ মহান্ শত্রুস্তৃষ্ণা বৈতরণীনদী।
সন্তোষো নন্দনবনং শান্তিরেব হি কামধুক্॥

মহান্ শত্রু এই ক্রোধ—তৃষ্ণা বৈতরণীর পার নাই। আর অপরদিকে দেখ সন্তোষ! সন্তোষ কত সুখের! সন্তোষ নন্দনবন। আর শান্তিই সর্ব্ব অভিলাষের পূর্ণতা। লক্ষণ তুমি শান্তিকে ভজনা কর। তুমি আত্মাকে দেহাদি হইতে পৃথক জানিয়া লোক ব্যবহার করিয়া চল, সুখ হউক বা দুঃখ হউক প্রারব্ধ ভোগ করিয়া চল, সংসার প্রবাহে যখন যে কার্য্য আসিবে তাহা করিয়া গেলে তুমি সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য রূপ কর্ম্ম ফলে লিপ্ত হইবেনা। বাহিরে কর্ত্তা সাজ কিন্তু ভিতরে আত্মার অকর্ত্তা ভাব স্থির রাখিয়া যখন যাহা আসিবে তাহাতেই প্রারব্ধ ভোগ হইয়া যাইতেছে ভাবিয়া সুখী হও। রাম শেষে বলিলেন, আমার এই সমস্ত

বাক্য যে হৃদয়ে সর্ব্বদা ভাবনা করিবে, সে আর কখনও সংসার দুঃখে নিপীড়িত হইবে না।

রাম লক্ষ্মণকে শান্ত করিলেন—মাতারও মত করিলেন। কৌশল্যা, শিবাদি দেবতা, মহর্ষি, দিক, ভূত, নাগ প্রভৃতিকে পূজা করিলেন, রামের দীর্ঘ বনবাস সময়ে তাঁহারা হিত আকাঙ্ক্ষা করুন ইহা প্রার্থনা করিলেন। অশ্রুপূর্ণ লোচনে রামের স্বস্ত্যয়ন শেষ করিয়া মাতা বার বার রামকে আলিঙ্গন করিলেন। রাম মাতাকে প্রদক্ষিণ করিলেন, পুনঃ পুনঃ চরণ বন্দনা করিলেন, শেষে সীতার ভবনে আসিলেন।

সীতা রাম।

সীতা এখন পর্য্যন্ত কিছুই শুনেন নাই! দৈব্য কার্য্য শেষ করিয়া তিনি রামের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

রাম এই মাত্র সীতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পিতৃদর্শনে গিয়াছিলেন। রাম আসিতেছেন, সীতা রাম-দর্শনেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রামকে বড় বিষন্ন হইয়া আসিতে দেখিতেছেন। কিন্তু সীতা পতিনারায়ণ-ব্রত ভুলেন নাই। সীতা ত্রস্ত হইয়া "স্বর্ণ-পাত্রস্থ সলিলৈঃ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ" স্বর্ণ-পাত্রস্থ সলিলে পতির পদ প্রক্ষালন করিলেন, তৎপর চরণ তলে উপবেশন করিলেন। রাম দেখিতেছেন সীতা যেন কত কি বলিবেন। সীতা অগ্রে স্বামীর পদধৌত করিয়া, স্বামীকে সুস্থ করিয়া, পরে যাহা জিজ্ঞাসা করিবার আছে জিজ্ঞাসা করিবেন।

সীতা রামের পদধৌত করিলেন, সীতার এই ব্যবহার দেখিয়া অনেক ভামিনী হাস্য করিবেন। স্বামীকে প্রণাম করিতে বলিলে অনেকে হাসিয়াই অস্থির; অনেক পুত্র পিতামাতা প্রভৃতিকে প্রণাম করিতে পারেন না, তাঁহাদের লজ্জা পায়! কিন্তু স্বামী, পিতা, মাতা, গুরু প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা করিতে, তাঁহাদিগকে কঠিন কথা বলিতে, লজ্জা পায় না! ভক্তির কার্য্য করিতে লজ্জা করে, অভক্তির কার্য্য করিতে, পাপের কার্য্য করিতে, লজ্জা আইসে না। হরি হরি! কি ছিল কি হইয়াছে! যাঁহার প্রয়োজন ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য, যিনি সহধর্ম্মিণী, তাঁহার প্রয়োজন শুধু ইন্দ্রিয়ারাম জন্য, শুধু ক্ষণিক বিলাসের জন্য! ধন্য কাল, ধন্য সভ্যতা।

সীতা কিন্তু পদধৌত করিয়া দিতে লজ্জা বোধ করেন নাই; বড় ভক্তিভরে নারায়ণের পদধৌত করিয়া দিলেন। স্বামীকে বিবর্ণবদন দেখিয়া, স্বামীকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'দেব! অদ্য পুষ্যানক্ষত্র সমন্বিত বৃহস্পতিবার, আজ না তোমার অভিষেক? এই হর্ষসময়ে তোমায় এরূপ দেখিতেছি কেন? তোমার সঙ্গে কোন সৈনাসামন্ত নাই, মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র নাই, কোন বাদ্যাদি ও বাজিতেছে না; তুমি কোথায় গিয়াছিলে? কোথা হইতে আসিলে? কেন আজ তোমার রাজবেশ নাই? তোমার কিরীটাদি রাজাভরণ কেন দেখিতেছি না; তোমার

সম্ভ্রমার্থ সামন্তসহ কোন রাজাও ত আগমন করিলেন না।
আজ তোমায় রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিবেন, তুমি আজ এত
বিষন্ন কেন? বীর! কোন ভৃত্যকে প্রিয়দর্শন ভদ্রাসন
গ্রহণ করিয়া তোমার অনুগমন করিতে দেখিতেছি না
কেন?'

সীতা বহু কথা কহিলেন। রাম হাসিয়া উত্তর
করিলেন, 'পিতা আমাকে দণ্ডকারণ্যের রাজত্ব দিয়াছেন।
ভামিনি! আমি শীঘ্র সেই রাজ্য পালন জন্য গমন
করিতেছি। আমি অদ্যই যাইব। তুমি সর্ব্বদা তোমার
শাশুড়ীর নিকটে থাকিবে, আমার জননীর তুমি শুশ্রূষা
করিও, আর ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না।'
সীতা রামের বাক্য শুনিয়া ভীতা হইয়াছেন। বনবাসের
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—রাম যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া
বলিলেন, আমি শীঘ্রই গমন করিব। মৈথিলি! তুমি
আর কোন বিঘ্ন করিও না। সীতা রামবাক্য শুনিয়া
হাসিতে হাসিতে বলিলেন "অহং অগ্রে গমিষ্যামি বনং
পশ্চাৎ ত্বমেষ্যসি" আমি অগ্রেই যাইব তুমি পশ্চাৎ আসিও।
হে সীতাপতি! আমায় ফেলিয়া তোমার যাওয়া কি উচিত?

আজকালকার দিনেও আদরিণী স্ত্রী স্বামীর স্থানান্তরে
যাইবার কথা শুনিয়া অগ্রেই কাপড়-চোপড় গ্রহণ করিয়া
একবারেই স্থানান্তর গমনে যেমন অগ্রবর্ত্তিনী হন সীতাও যেন
সেইরূপ করিলেন। প্রিয়বাদিনী প্রিয়াকে নিরস্ত করিবার

জন্য রাম তখন বনবাসের ক্লেশ উল্লেখ করিলেন। বনে মনুষ্যভোজী বহু রাক্ষস থাকে, সিংহ ব্যাঘ্র বরাহাদি ভীষণ জন্তু নিরন্তর সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে---কটু ফলমূল ভিন্ন আর কোন সামগ্রী নাই—অপূপ ব্যঞ্জনাদি কোথায় মিলিবে? ফলমূলও সকল কালে পাওয়া যায় না। বনের মধ্যে পথ নাই। সর্ব্বত্র শর্করাকণ্টকাকীর্ণ। মধ্যে মধ্যে গুহা গহ্বর ঝিল্লীদংশাদি পূর্ণ। দেখ সীতা, বনের বহু দোষ। আরও দেখ পাদচারে তোমায় গমন করিতে হইবে। শীতবাতাতপাদি সমস্তই সহ্য করিতে হইবে। তুমি সুকুমারী, এ সমস্ত তুমি ত সহিতে পারিবে না। বনে ভীষণ রাক্ষস দেখিয়া তুমি প্রাণশূন্য হইয়া পড়িবে। তুমি গৃহে থাক। আমি শীঘ্রই পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।

রামের বাক্য শ্রবণে সীতা বড়ই দুঃখিত হইতেছেন। একটু ক্রোধও আসিতেছে। সীতা পুনঃ পুনঃ পাতিব্রতা ব্রত পালন জন্য রামের অনুগমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, আর রাম পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। তখন সীতা প্রণয় ও অভিমান ভরে বলিতে লাগিলেন 'পিতা তোমাকে জামাতা করিয়া পরে কি জানিতে পারিয়াছিলেন, যে তুমি পুরুষ বিগ্রহধারী স্ত্রী বিশেষ? হে প্রভো! আমায় সঙ্গে না লইলে লোকে কি বলিবে না "তেজোনাস্তি পরং রামে"

রামের পরাক্রম নাই। স্বামিন্! তোমার কাহা হইতে ভয় আছে? তুমি কি ভাবিয়া অনন্যপরায়ণা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? নাথ! আমি ধর্ম্মপত্নী, আমি পতিব্রতা, আমায় ত্যাগ করিয়া তুমি যাইতে ইচ্ছা করিতেছ কিরূপে? তোমা ভিন্ন আমি জানি না, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি দয়াময়. তোমার নিকটে আমি থাকিব, পতিব্রতা স্বামীসঙ্গে থাকিবে, তাহাকে ধর্ষণ করিবে কে? আমার আহারের জন্য তুমি ভয় দেখাইতেছ? তুমি বনে বনে কটু ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বেড়াইবে আর আমি অযোধ্যায় রাজভোগে থাকিব? হরি হরি! ইহা চিন্তা করিলেও আমি কেমন হইয়া যাই, না না প্রভু! তোমার ভুক্তাবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাই আমার অমৃত, তাহাতেই আমার সন্তোষ। প্রভু, তোমার সঙ্গে বনভ্রমণে যদি কুশা কাশা কণ্টকের উপর দিয়াও আমায় চলিতে হয়, তাহাও আমার পুষ্পাস্তরণতুল্য হইবে। আর এক কথা প্রভু, আমি তোমার ক্লেশের কারণ হইব না—আমি সর্ব্বদাই তোমার কার্য্যসাধিনী হইব।' সত্য কথা, সীতা না থাকিলে ত রামকার্য্য সাধিত হইত না।

সীতা আবার বলিতে লাগিলেন। বালিকাকালে কোন দৈবজ্ঞ আমার হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন আমার পতির সহিত বনবাস হইবে। সীতা যত যুক্তি পাইলেন সমস্ত যুক্তি দিয়া রামকে বুঝাইলেন 'আমাকে ছাড়িয়া

তুমি কিছুতেই যাইতে পারিবে না।' শেষে বলিলেন আর এক কথা আমি বলি তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই তুমি আমায় ফেলিয়া যাইতে পারিবে না। পিত্রালয়ে আমি বহুবার রামায়ণ শুনিয়াছি, কিন্তু সীতা বিনা রামের বনগমন ত কোথাও শুনি নাই "সীতাং বিনা বনং রামো গতঃ কিং কুত্রচিদ্বদ"। রামায়ণ যে কল্পে কল্পেই হইতেছে, আমি যে পিত্রালয়ে পূর্ব্ব কল্পের রামায়ণে ইহা শুনিয়াছি। দেখ আমি সমস্তই বলিলাম আমি তোমার কার্য্য-সহায়িনী। আমায় ফেলিয়া যদি যাও, তবে আমি তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।

রাম সীতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুজ্ঞা করিলেন। সীতা গুরুপত্নী অরুন্ধতীকে আপনার হার আভরণাদি প্রদান করিলেন, পরে ব্রাহ্মণগণকে বহুধন প্রদান করিয়া রামের সহিত বাহির হইলেন। লক্ষ্মণও পূর্ব্ব হইতে তাহাই করিয়াছেন। তখন সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ পদব্রজে পিতার নিকট বিদায় লইতে চলিলেন।

আজ প্রভাতকাল বড় সুন্দর হইয়া উঠিতেছিল। নাগরিকেরা প্রাতঃকালের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইল, রৌদ্র মুহূর্ত্ত গেল, আসিল প্রভাত। সূর্য্যকিরণস্পর্শে মেঘ বড় সুন্দর রঙ্গে রঞ্জিত হইতেছিল, মলয় বড় মধুর বহিতেছিল, পাখী বড় সুন্দর স্বরে গান ধরিয়াছিল, ফুল বড় প্রফুল্ল হইয়া গন্ধ

ছড়াইতেছিল, এক কথায় প্রকৃতি যেন অভিষেক-উৎসবে আত্মহারা হইয়া সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলিতেছিল। কিন্তু খুলিতে খুলিতে আর খুলিতে পারিল না, প্রভাত-কাল সুন্দর হইয়া উঠিতে উঠিতে আর উঠিল না। কুঙ্কুমবর্ণের মেঘ কাল হইয়া গেল, মলয় প্রচণ্ডভাবে হুতাশধ্বনি করিয়া বহিতে লাগিল, পাখীর স্বর কর্কশ হইয়া গেল, ফুল ফুটিতে গিয়া আপন বৃন্তে শ্লথ হইয়া পড়িল। অযোধ্যাবাসী দেখিল রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সঙ্গে পদব্রজে রাজপথে! লোকে যাহা শুনিয়াছিল এখন তাহা সত্য বলিয়া বুঝিল। সাধে বাদ পড়িল, আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল, অমিয়া সাগরে স্নান করিতে গিয়া সকলই গরল হইয়া গেল। অভিষেকের দিনে রাজকুমারগণের অবস্থা দেখিয়া বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা জনকনন্দিনীর দৃশ্যে লোকে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। ত্রিলোক-সুন্দরী মা জানকী! বয়স অষ্টাদশ বৎসর। "পুংভিঃ কদাচিদ্দৃষ্টা বা জানকী লোক-সুন্দরী" পুরুষে কদাচিৎ ইঁহাকে দেখিয়াছে কিনা বলা যায় না। এই অসূর্য্যম্পশ্যারূপা আজ লোকসমূহ মধ্যে অনাবৃতভাবে আসিতেছেন। সঙ্গে পতি ও দেবর। আর সর্ব্বলোকসুন্দর প্রভু আজ গজাশ্বাদিবর্জ্জিত। নির্ম্মল মুখে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। সীতা ও লক্ষ্মণের দিকে রঘু-রামচন্দ্র এক এক বার ফিরিয়া দেখিতেছিলেন, চক্ষু

যেন কি এক কাতরোক্তি করিতেছিল। নীলমাণিক্যদ্যুতি আজ যেন তেমন করিয়া ঝলমল করিতেছে না। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাজপথ অতিক্রম করিলেন, আর কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না, তাঁহারা তিন জনে কৈকেয়ীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

তখন নাগরিকদিগের মধ্যে রাজার কথা উঠিল। সকলে বৃদ্ধ রাজাকে নিন্দা করিল। বলিল, সত্যসন্ধ রাজা আজ এ কি করিলেন! প্রিয়-পুত্রকে কি স্ত্রীর বাক্যে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়? স্ত্রীবশ রাজার ন্যায়পরতা আজ রহিল কোথায়? আর কৈকেয়ী!

রাক্ষসী কৈকেয়ী নাম্নী জাতা সর্ব্ববিনাশিনী।
রামস্যাপি ভবেদ্দুঃখং সীতায়াঃ পাদযানতঃ॥

কৈকেয়ী! রাক্ষসী! সর্ব্বনাশিনী! হায় এই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসী আজ একি করিল! হায়! কোন্ প্রাণে এ রামচন্দ্রকে বনবাসী করিল? হায়! বিধাতার নিয়তিই বলবান, পুরুষের প্রযত্ন বুঝি কিছুই করিতে পারে না। হায়! এই রাক্ষসী সীতাকেও বনচারিণী করিল, রামের হৃদয়েও দুঃখ আনিল।

"হে জনা নাত্র বস্তব্যং গচ্ছামোহদ্যৈব কাননম্" নাগরিকেরা একবাক্যে বলিতে লাগিল "দেখ, আর এ রাজ্যে বাস করা আমাদের উচিত নহে; চল আমরাও বনবাসী হই।" অযোধ্যাবাসী সকলেই বড় হাহাকার

করিতেছিল। এই সময়ে বামদেব ঋষি প্রকৃত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়া ইহাদের শোক শান্তি করেন।

এস্থানে আমরা একটি আবশ্যকীয় বিষয়ের অবতারণা করিব। দশরথ রাজার পুত্র রাম—এ রাম আমার কে? কৌশল্যাহৃদয়-নন্দন রাম, এ রামের বনবাস হইল অভিষেকের দিনে, ইহা পাঠ করিয়া আমার চক্ষে জল আসিতে পারে বটে, পারে কেন, আইসে। আর ক্ষণ-কালের জন্য একটা দুঃখও আইসে। কিন্তু ইহাতে কি কোন উপকার আছে? ইহাতে কি কোনরূপ শোকশান্তি ঘটে?

শাস্ত্র বলেন ইহাতে উপকার আছে। ইহা হইতেও শোকশান্তি হয়।

কিরূপে হয়, এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, যাহা কিছু আমার নিজের শোক ভুলাইতে পারে, যাহা কিছু আমার নিজের দুঃখচিন্তাকে ক্ষণকালের জন্যও হটাইতে পারে, তাহার মধ্যেই আমার শোকশান্তির বীজ উপ্ত আছে। অপরের শোক চিন্তা করিয়া যখন আমি আমার নিজের শোক বিস্মৃত হই, তখন ক্ষণকালের জন্যও আমার চিত্তশুদ্ধ হয়। এই শুভমুহূর্ত্ত পাইয়া সাধনা করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি স্থায়ী হয় এবং শোকশান্তিও বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। কিন্তু বিনা জ্ঞানে শোকের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নাই।

শাস্ত্র-প্রমাণে আমরা ইহা দেখাইতেছি। অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রথমেই আমরা নারদ ঋষিকে চিন্তাকুল দেখি। সে চিন্তা জগতের দুঃখ দেখিয়া। কলিযুগে জীব বহু দুঃখে পড়িবে। নারদ ইহাদের ভাবী দুঃখে ব্যথিত হইয়া ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'কলির দুঃখী জীবের উদ্ধার কিরূপে হইবে? ইহারা কোন প্রকার কঠিন তপস্যা করিতে পারিবে না, ইহাদের জন্য কি কোন লঘু উপায় আছে?

কেহ কেহ বলেন, শাস্ত্রে কি কলির জীবের অবস্থা ঠিক ঠিক বর্ণিত হইয়াছে, না অতিরঞ্জিত হইয়াছে? আমরা শাস্ত্র বাক্যই উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিবেন শাস্ত্রের কথা সম্পূর্ণ সত্য। শাস্ত্র বলেন—

প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জ্জিতাঃ।
দুরাচাররতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তাপরাঙ্মুখাঃ॥
পরাপবাদনিরতাঃ পরদ্রব্যাভিলাষিণঃ।
পরস্ত্রীসক্তমনসঃ পরহিংসাপরায়ণাঃ॥
দেহাত্মদৃষ্টয়ো মূঢ়া নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
মাতাপিতৃকৃতদ্বেষাঃ স্ত্রীদেবাঃ কামকিঙ্করাঃ॥
বিপ্রা লোভগ্রহগ্রস্তা বেদবিক্রয়জীবিনঃ।
ধনার্জ্জনার্থমভ্যস্তবিদ্যামদবিমোহিতাঃ॥
ত্যক্তস্বজাতিকর্ম্মাণঃ প্রায়শঃ পরবঞ্চকাঃ।
ক্ষত্রিয়াশ্চ তথা বৈশ্যা স্বধর্ম্মত্যাগশীলিনঃ॥

তদ্বচ্ছূদ্রাশ্চ যে কেচিদ্ ব্রাহ্মণাচারতৎপরাঃ।
স্ত্রীয়শ্চ প্রায়শো ভ্রষ্টা ভর্ত্তবজ্ঞাননির্ভয়াঃ॥
শ্বশুরদ্রোহ কারিণ্যো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।

এই যুগে প্রায় মনুষ্যই পুণ্যহীন, কারণ ইহারা বড় দুঃখী। মানুষ এখন কদাচাররত, মিথ্যাবাদী, পরনিন্দা-পরায়ণ, পরদ্রব্যাভিলাষী, পরস্ত্রী-আসক্ত চিত্ত, পরহিংসুক, দেহই আত্মা এই বিশ্বাসী, এই জন্য মূঢ় নাস্তিক ও পশু-বুদ্ধিবিশিষ্ট। মানুষ এখন মাতাপিতার উপর অসন্তুষ্ট, ইহাদের অন্য দেবতা নাই, স্ত্রীই ইহাদের দেবতা, ইহারা কামকিঙ্কর। এখনকার ব্রাহ্মণ লোভী ও ভীরু, বেদ বিক্রয় করিয়া, তন্ত্রমন্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া ইহারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ইহারা বিদ্যা উপার্জ্জন করে ধনের জন্য, চাকুরীর জন্য, বিদ্যা ইহাদিগকে অহংকারী করে—ইহারা আপন আপন জাতির কর্ম্ম করে না, ইহারা প্রায়ই লোককে বঞ্চনা করে। যেরূপ ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচারী সেইরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও আপন আপন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, আর যাহারা শূদ্র তাহারা ব্রাহ্মণগণের আচার গ্রহণ করিতেছে। স্ত্রীলোক প্রায়ই ভ্রষ্টা, ইহারা স্বামীকে অবজ্ঞা করিতে একবারে নির্ভয়, ইহারা শ্বশুর শাশুড়ীর উপরে বিদ্রোহ তুলে।

এই যে কলিযুগের বর্ণনা ইহার কোন্‌টি অসত্য, কোন্‌টি আমরা প্রত্যক্ষ না করিতেছি? নারদ জিজ্ঞাসা

করিতেছেন এই সমস্ত নষ্টবুদ্ধি জীবের গতি কি? কিসে ইহাদের পরলোকে মঙ্গল হইবে? "এতেষাং নষ্টবুদ্ধীনাং পরলোকঃ কথং ভবেৎ" প্রভু আমি ইহাদের জন্য চিন্তিত। "লঘুপায়েন যেনৈষাং পরলোকগতির্ভবেৎ" কোন সহজ উপায়ে যাহাতে ইহাদের পরলোকে ভাল হয় পিতঃ, আপনি তাহাই বিধান করুন।

ব্রহ্মা লঘুপায় বলিয়া দিলেন, বলিলেন যখন কলির মানুষ কোন দুষ্কর তপস্যা করিতে পারিবে না তখন ইহাদের জন্য অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠই লঘু উপায়। অধ্যাত্ম-রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, গীতা, ভাগবতাদিই অধ্যাত্মশাস্ত্র। মনে করা হউক কেহ রামায়ণ পাঠ আরম্ভ করিলেন; এখন রামায়ণপাঠে এরূপ ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন কিরূপে গঠিত হইবে?

ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি চিত্তশুদ্ধি। কামিনীচিন্তা, কাঞ্চন-চিন্তা, সংসার নির্ব্বাহ চিন্তা, এই সমস্ত দ্বারা চিত্ত অশুদ্ধ থাকে। বিষয়চিন্তা দ্বারা চিত্তে কখন অনুরাগ, কখন দ্বেষ রাজত্ব করে। ইহার দ্বারাই চিত্তে লয়-বিক্ষেপ উঠে। চিত্ত যখন জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে বিষয়ে রাগদ্বেষশূন্য হয়, যখন লয় বিক্ষেপ শূন্য হয় তখনই চিত্তশুদ্ধি ঘটে। চিত্ত ভগবৎ অনুরাগী হইলেও বিষয়ে রাগদ্বেষবর্জ্জিত হয়। চিত্ত ভগবদ্ বিষয়ে ধাবমান হইলেও শুদ্ধ হয়।

এখন পুস্তক পাঠে চিত্তশুদ্ধি কিরূপে হয়, আমরা সেই কথাই বলিতে চাই।

মানুষ নিজের দুঃখ চিন্তা সহজে ছাড়িতে পারে না। শোক চিন্তায় মানুষ কখন জড়প্রায় থাকে কখন বা পাগলের মত আপন চিন্তাস্রোত রোধ করিতে না পারিয়া ভাসিয়া বেড়ায়; এই দুই অবস্থার নাম লয় ও বিক্ষেপ।

মনে করা হউক শোকাচ্ছন্ন কোন ব্যক্তিকে বলা হইল ভগবানকে স্মরণ করিতে। এ ব্যক্তি ইহা পারিল না—এরূপ ব্যক্তি যখনই ভগবানের নাম জপ করিতে চেষ্টা করে তখনই তাহার মনো-মর্কট ডালে ডালে লম্ফঝম্ফ দেয়, নানা প্রকার দুর্ভাবনা তুলিয়া ইহাকে বিব্রত করে। শাস্ত্র এরূপ ব্যক্তিকে সংশাস্ত্র পাঠ করিতে বলেন। মনে করা হউক লোকটি রামায়ণ হইতে কৈকেয়ী চরিত্র পাঠ করিল। স্মরণ রাখা উচিত পাঠ অর্থে শুধু পুস্তকটি পড়িয়াই রাখিয়া দেওয়া নহে। যাহা পড়া হইল তাহার মনন চাই। পাঠে বিষয়টি শ্রবণ করা হইল মাত্র। কিন্তু শ্রবণ করার পর ঐ বিষয়টি মনে মনে চিন্তা করা চাই। সন্দেহ তুলিয়া তাহার নিরাস করা চাই।

যখন শ্রবণ ও মনন দ্বারা বিষয়টি সুন্দররূপে মনের মধ্যে অঙ্কিত হয়, যখন মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে উহা ধ্যানে আইসে তখনই কার্য্যসিদ্ধি হয়।

কৈকেয়ীর দুষ্কর্ম্মে রাম সীতার কি অবস্থা হইয়াছিল, রাজা দশরথের কোন্ দশা ঘটিয়াছিল, ভরতের কত ক্লেশ হইয়াছিল—এক কথায় অযোধ্যায় কিরূপ হাহাকার

উঠিয়াছিল, এই সমস্ত শোক বৃত্তান্তে যখন আমরা নিজের শোকচিন্তা বিস্মৃত হই তখন ঐ সময়ের জন্য আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়। আবার বলি যে কারণেই হউক মানুষ যখন আপনার শোক চিন্তা ছাড়িতে পারিল, যখন আপনার সংসার ভাবনা ত্যাগ করিয়া ভগবৎ লীলায় যে শোকের কথা আছে, তাহাতে চিত্ত ডুবাইতে পারিল, তাহাতেই চক্ষের জল ফেলিতে পারিল, তখন ঐ চক্ষুজলে মানুষের নিজের দুঃখ যেন ধৌত হইয়া গেল। এই সময়ে চিত্ত নির্ম্মল হয়। এইক্ষণ বড় শুভক্ষণ। এই শুভ মুহূর্ত্তকে অবলম্বন করিয়া মানুষ যদি হরি হরি করে তবে সে তখন হরির নামে রস পায়। এইরূপে পুস্তক পাঠ, অনন্তর সাধনা অভ্যাস করিতে করিতে তাহার চিত্তে আপনা হইতে ভগবৎ লীলার স্ফুরণ হয়—তখন ঐ ব্যক্তি নিজের শোক ভুলিয়া ভগবানের ভক্ত হইয়া যায়। ইহাই সদুপায়।

যে যেভাব লইয়া সাধনা করে তাহার সেই ভাবই সূক্ষ্মভাবে মনে জাগে, বিষয়-চিন্তা দূর না করিয়া সাধনা করিতে বসিলে মন নিশ্চিন্ত হইয়া বিষয়ের সূক্ষ্ম কৌশল বাহির করে। কিন্তু অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া অধ্যাত্ম-চিন্তা বা রামায়ণাদির চরিত্র-চিন্তা দ্বারা মনকে আপন দুঃখ-চিন্তা বা বিষয় চিন্তা ছাড়াইয়া সাধনা করিতে বসিলে মনে ভগবদ্ ভাব দৃঢ়রূপে আসিবেই। ইহা দ্বারা সহজেই চিত্তশুদ্ধি হয়। যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ তাঁহারা জানেন

গানে চিত্ত সরস করিয়া সাধনা করাও চিত্তশুদ্ধির উপায়।

আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় অধ্যাত্মগ্রন্থ পাঠে শোকচিন্তা বা সংসার চিন্তার বিস্মৃতি ঘটে। এই শুভক্ষণ ধরিয়া ঐ ব্যক্তির সাধনা করা উচিত। 'কৈকেয়ী' পড়িয়া যদি কেহ রাম রাম করিতে অভ্যাস করে অবশ্যই সে ব্যক্তি নামে রস পাইবে। সৎশাস্ত্র পড়িয়া জপ বা প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে নিশ্চিতই সাধক বুঝিবে ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন ডিটেকটিভের গল্প বা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস পড়িলেও ত হয়। তাও হয়, তবে যিনি ঈশ্বর চান, যিনি দুঃখ-নিবৃত্তি চান, তিনি যেখানে ভগবানের নাম নাই সেখানে থাকিতে পারেন না। ভগবৎ-লীলা-শূন্য পুস্তকে তাঁহার রুচি হয় না। তাই সাধক ধর্ম্ম-গ্রন্থে ভগবৎলীলা পাঠ করিয়া সাধনার বস্তু লইয়া থাকেন, নিত্য অভ্যাসের বিষয় লইয়া তাহাই সাধনা করেন।

আর এক সন্দেহের মীমাংসা এখানে সন্নিবেশিত হইতেছে। ভগবান বাল্মীকি যে মানুষভাবে আত্মারামের চরিত্র ও কর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছেন ভগবানের লীলাসমূহকে মানুষের কার্য্য মত দেখাইতেছেন ইহার অর্থ কি ?

আমরা বলি ভগবান্ বাল্মীকি পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রকে নারায়ণ বলেন নাই বটে কিন্তু অনেক স্থানে তাঁহাকে পূর্ণ

ব্রহ্ম বলিয়াছেন। আদিকাণ্ডকে আজ কাল কার পণ্ডিতের কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলেন এবং উত্তর কাণ্ডকেও তাই বলেন। অযোধ্যাকাণ্ডে কিছুই প্রক্ষিপ্ত নাই এই এখন কার মত। অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথমেই পাই

"সহিদেবৈরুদীর্ণস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ।"
অর্থিতো মানুষে লোকে জজ্ঞে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।

রামের যে এত অলৌকিক গুণ ছিল তাহার কারণ এই যে রাম সনাতন বিষ্ণু। দর্পোদ্ধত রাবণের বিনাশেচ্ছু দেবগণের প্রার্থনা মত তিনি মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার লীলাও যে অলৌকিক তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ বানর সৈন্য সাহায্যে রাক্ষস-বধ—বানরের সমুদ্র-লঙ্ঘন ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? সীতার অগ্নি পরীক্ষা ইহাও ত অলৌকিক।

তথাপি যাহারা বলিতে চাহেন কবির বর্ণনায় রামের মানুষত্বই প্রচারিত হইয়াছে তাঁহাদিগকে আমরা গীতার নবম অধ্যায়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কবির অভিপ্রায় ইহাও হইতে পারে যে মানুষ ভাবের সহিত মানুষ ভাবের সম্পূর্ণ সহানুভূতি। তজ্জন্য রামচন্দ্র মানুষের মত দুঃখ করিতেছেন। রামের দুঃখ পড়িয়া সকলে আত্ম দুঃখচিন্তা ত্যাগ করুক ইহাও উদ্দেশ্য হইতে পারে। কিন্তু ভগবান বাল্মীকি রামকে

যেরূপ দুঃখ করিতে দেখিয়াছেন সেইরূপ আঁকিয়াছেন ইহাতে কবির গুণপনা কি? রামচন্দ্র যদি কল্পনার চরিত্র হইতেন তবে কবির দোষ গুণ আমরা আলোচনা করিতে পারিতাম। এ ক্ষেত্রে যদি দোষ গুণ কাহারও আলোচনা করিতে হয়, সে কবির নহে সে ভগবানের নিজের। বাস্তবিক ভগবানের কোন দুঃখ নাই। কিন্তু তিনি ভক্তের জন্য দুঃখ স্বীকার করেন। "ভক্তচিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ" যাঁহার জন্ম নাই তিনিও যে মানুষের মত জন্মগ্রহণ করেন, শুধু জন্ম নহে মানুষের মত শোকও করেন, সে কেবল ভক্তকে রক্ষা করিতে, সে কেবল ভক্তের চিত্ত নির্ম্মল করিতে। অন্যান্য পুরাণে ও দৃষ্ট হয়

"তেষাং বচঃ পালয়িতুম্ অবতারাঃ কৃতাময়া।"

ভক্তের বাক্য পালন জন্য আমি অবতার গ্রহণ করি।

কি বলিতেছিলাম?—রাম, সীতাও লক্ষ্মণের সহিত কৈকেয়ীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা জড়ের মত পড়িয়া আছেন, আর কৈকেয়ী ব্যাঘ্রীর মত শবের পার্শ্বে উপবিষ্টা। রাম আসিলেন, আসিয়াই মাতাকে দেখিলেন—দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন—

"আগতাঃ স্মো বয়ং মাত স্ত্রয়স্তে সম্মতং বনম্"

মা আমরা তিন জনেই আসিয়াছি—তিন জনেই বনগমনে সম্মত। আমরা যাইতে প্রস্তুত কিন্তু পিতা ত আজ্ঞা করিতেছেন না!

কৈকেয়ী ভাল করিয়া কাহারও মুখ পানে তাকাইতে পারিতেছে না অন্য দিকে চক্ষু রাখিয়া কথা কহিতেছে। একবার ইচ্ছা হইতেছিল বধূ জানকীকে একবার দেখি। কৈকেয়ী সীতাকে বড় আদর করিত। সীতা অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী। সকল মহিষীর বড় আদরের বধূ—সীতার অশ্রুভরা চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিলে বুঝি কৈকেয়ী এ কর্ম্ম করিতে পারিত না। কৈকেয়ী এখনও নিজ কর্ম্মের ভবিষ্যৎ ফলাফল লক্ষ্য করিতে পারে নাই। জীব যদি আপন কার্য্যে অন্যের কিরূপ হাহাকার উঠে বুঝিতে পারিত, তবে কি মন্দ কার্য্য করিতে পারিত? অনুতাপ তখন আইসে যখন জীব আপন কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ করে। কৈকেয়ী তখন কাঁদিয়াছিল যখন দেখিয়াছিল অযোধ্যায় হাহাকার উঠিল তাহার জন্য, কৌশল্যাদি মহারাণীগণ বিধবা হইলেন তাহার জন্য, রামসীতার দুঃখ হইল তাহার জন্য, ভরতের চক্ষু জল নিবারণ হয় না তাহার জন্য। কৈকেয়ী তখন অনুতপ্ত হইয়াছিল যখন বুঝিয়াছিল হায়! যাহার জন্য স্বামীর মৃত্যু অগ্রাহ্য করিলাম, অযোধ্যাকে শ্মশান করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না, হায়! যাহার জন্য আমার প্রাণের রাম সীতাকে বনে দিলাম, আর যাহাকে রাজা করিয়া আমি রাজমাতা হইব সেই ভরত আমায় মা বলে না, ভরত আমার কাছে আসে না। কৈকেয়ী তখন পশ্চাত্তাপ করিয়াছিল যখন দেখিয়াছিল দশরথ

রাজার বড় আদরের মহিষীকে দেখিয়া লোকে সাপ বাঘের মত ভয় করে।

কর্ম্মের পূর্ব্বে যদি বিচার থাকে তবে মানুষ বহু দুঃখ এড়াইতে পারে। কৈকেয়ীর সে বিচার ছিল না।

রাম প্রণাম করিয়া বলিলেন মা, আমরা ত আসিলাম. কৈ পিতা ত কিছুই বলিলেন না। কৈকেয়ী বসিয়াছিল সহসা উত্থিত হইল, আপনি স্বহস্তে রামকে চীরখণ্ড প্রদান করিল। রাম রাজবেশ ত্যাগ করিলেন, পীতধটী ত্যাগ করিলেন, উত্তরীয় ত্যাগ করিলেন, কর্ণের কুণ্ডল ত্যাগ করিলেন, অন্যান্য অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিলেন, পরিলেন চীরখণ্ড। যাহারা দেখিল তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। কিন্তু কৈকেয়ী পাষাণ দিয়া বুক বাঁধিয়াছে কৈকেয়ীর ইহাতেও হইল না, কৈকেয়ী লক্ষ্মণকে চীরবসন দিল, লক্ষ্মণকেও রাজবেশ ছাড়াইল। আরও বাকী আছে—পাষাণী বধূর হস্তে চীরবস্ত্র দিল, রাম লক্ষ্মণ কাঙ্গালের বেশ ধারণ করিয়াছেন কিন্তু সীতা? সীতা জানেন না কেমন করিয়া চীরবসন পরিতে হইবে।

সীতা—কনকলতা—সুকুমারী রাজকুমারী যাঁহার চরণতল বিনা অলক্তে রঞ্জিত থাকিত, যাঁহার অক্ষি বিনা কারণে মৃগশাবকের মত লোকের পানে মুগ্ধদৃষ্টি করিত, যাহার অধরোষ্ঠ আপনা আপনি রক্তবিম্ব মত সুন্দর শোভা পাইত, যাঁহার মুখমণ্ডল সর্ব্বদা রাম-সাধভরা-মত মনে

হইত—যে সীতা কৈকেয়ীর চরণে কত দিন প্রণাম করিয়া এমন ভাবে ক্রোড়দেশে দাঁড়াইত, যাহা দেখিলে মনে হইত যেন সীতা বলিতেছেন "মা, আমি ত তোমারই, তুমি আমায় কোলে নাও," নিষ্ঠুরা কৈকেয়ী আজ সেই আদরিণী রামরাণীকে চীরবসন দিয়াছে। সীতা বসন হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন, এক একবার রামের পানে সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিতেছেন

"হস্তে গৃহীত্বা রামস্য লজ্জয়া মুখমৈক্ষত।"

চক্ষে জলধারা বহিতেছে—সীতা, রামের বেশ দেখিতে পারিতেছেন না, বেশ দেখিয়া যেন তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, সীতা চীরহস্তে কাঁদিতেছেন। রাম এই নিদারুণ দৃশ্যে নিতান্ত ব্যথিত। রামচন্দ্র সীতার হস্ত হইতে চীরবস্ত্র গ্রহণ করিয়া অঙ্গের চারিধারে বেষ্টন করিয়া দিতেছেন, চারিদিকে হাহাকার উঠিল। রাজমহিষীগণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। জ্ঞানী ভগবান্ বশিষ্ঠ ক্ষণিকের জন্য যেন ধৈর্য্য হারাইলেন; অতিমাত্র ক্রোধ দেখাইয়া কৈকেয়ীকে ভৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"কৈকেয়ীং প্রাহ দুর্ব্বৃত্তে রাম এব ত্বয়া বৃতঃ।
বনবাসায় দুষ্টে ত্বং সীতায়ৈ কিং প্রযচ্ছসি॥"

রে দুর্ব্বৃত্তে! রে দুষ্টে! বনবাস জন্য রামকে চীর দিয়াছিস্ কিন্তু সীতা তোর কি করিয়াছে—সীতাকে দিয়াছিস্ কেন?

যে দৃশ্যে ভগবান বশিষ্ঠ বিচলিত—সেখানে সাধারণ লোকের কথা কি আর বলা যাইবে? সীতার কৌশেয় বস্ত্রের উপর রাম স্বয়ং যখন চীর-খণ্ড বন্ধন করিতেছিলেন, তখন আর কেহ অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। সনাথা জনকনন্দিনীকে অনাথার ন্যায় চীর বসন পরিধান করিতে দেখিয়া লোকে রাজাকে ধিক্কার দিল। রাজগুরু বশিষ্ঠ কৈকেয়ীকে আবার তিরস্কার করিলেন—বলিলেন, "কুল-কলঙ্কিনি! তুমি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ নিজের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছ। সৎস্বভাববর্জ্জিতে! সীতা ত বনে যাইবেন না। পতিব্রতা স্ত্রীই গৃহস্থের আত্মা। এই সীতা রামের আত্মা। এই সীতাই পৃথিবী পালন করিবেন। আর যদি ইনি রামের সহিত মিলিত হইয়া বনে গমন করেন, তবে আমরা সকলে অযোধ্যা ত্যাগ করিব। আমি জানি তোমার ক্লেশের অবধি নাই —ভরত কিছুতেই রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। তোমাকে একাকিনীই এই মনুষ্যশূন্য বৃক্ষপূর্ণ অযোধ্যা শাসন করিতে হইবে। রাম যে রাজ্যে নাই সে রাজ্য বন হইবে এবং যে বনে রাম বসতি করিবেন তাহাই রাজ্য হইবে, "তদ্বনং ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো নিবৎস্যতি।"

কৈকেয়ী রাজার প্রিয়া মহিষী। কিন্তু আপন কর্ম্ম-দোষে আজ সকলের নিকটেই তিরস্কৃতা হইতেছে, তথাপি কৈকেয়ী অনুতপ্তা হইতেছে না। হায়! মানুষ যদি

পাপ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পাপের জ্বালায় ব্যাকুল হইত তবে জগত কত পবিত্র হইত!

সুমন্ত্র রাজার মন্ত্রী—মন্ত্রী হইয়াও রাজার সম্মুখেই বজ্রসম বাক্যদ্বারা কৈকেয়ীর সমস্ত মর্ম্ম ভেদ করিয়া কত তিরস্কার করিলেন। সুমন্ত্র কৈকেয়ীকে পতিঘাতিনী বলিলেন, কুলকলঙ্কিনী বলিলেন "পতিঘ্নীং ত্বামহং মন্যে কুলঘ্নীমপি চান্ততঃ"—কৈকেয়ী ইহাতেও বিচলিতা হইল না। সুমন্ত্র আরও কঠিন কথা কহিলেন—যে কথা সাধারণ স্ত্রীলোকেও সহ্য করিতে পারে না—সুমন্ত্র কৈকেয়ীর মাতার চরিত্রে দোষ দিলেন; কৈকেয়ীর মাতা স্বামীকে বড় অবজ্ঞা করিয়াছিল। কেকয়রাজ একদিন কোন কারণে হাস্য করিয়াছিলেন কৈকেয়ীর মাতা কারণ জানিতে আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করে। স্বামী কারণ বলিতে পারেন না বলিলেন "কারণ বলিলেই আমার মৃত্যু হইবে।" স্ত্রী স্বামীকে অগ্রাহ্য করিয়া বলিল "কেকয়রাজ, আমাকে আর ঠাট্টা করিতে হইবে না—তুমি বাঁচ আর মর কারণ বলিতেই হইবে।" "শংস মে জীব বা মা ন মাং ত্বং প্রহসিষ্যসি।" আজ কলিযুগে আমরা ঘরে ঘরে কত কেকয়রাজপত্নী দেখিতে পাই—এইরূপ স্ত্রীলোককে ভ্রষ্টা বলে—নারদ ইহাদের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন "স্ত্রিয়শ্চ প্রায়শো-ভ্রষ্টা ভর্ত্তবজ্ঞাননির্ভয়াঃ" স্ত্রীলোক এই যুগে প্রায়ই ভ্রষ্টা কারণ ইহারা নির্ভয়ে স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

কেকয়রাজ কিন্তু এই স্ত্রীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা আপন মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন—"মহারাজ তোমার স্ত্রী মরুক বা স্থানান্তরেই গমন করুক, তুমি কদাচ আপন জীবন অগ্রাহ্য করিয়া স্ত্রীর কথা মত কার্য্য করিওনা" "ম্রিয়তাং ধ্বংসতাং বেয়ং মা শংসীস্ত্বং মহীপতে"। সুমন্ত্র সর্ব্বসমক্ষে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "কন্যা মাতার মত হয় আর পুত্র পিতার মত হইয়া থাকে।" "পিতৃন্ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ।" এই তীক্ষ্ণ বাণেও কৈকেয়ীর হৃদয় বিদ্ধ হইল না। কৈকেয়ীর মুখও বিবর্ণ হইল না।

"নৈব সা ক্ষুভ্যতে দেবী ন চ স্ম পরিদূয়তে।
ন চাস্যা মুখবর্ণস্য লক্ষ্যতে বিক্রিয়া তদা॥"

আশ্চর্য্য এই স্ত্রীজাতি! যাহারা এত কোমল ইহারা দূষিতা হইলে কিরূপ শয়তানী হইয়া উঠে। ইহারা বিনা অগ্নিতে পুরুষকে দগ্ধ করে।

রাজা কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া সুমন্ত্রকে আজ্ঞা করিলেন "আমার ধনকোষ ও ধান্যসঞ্চয়, কুমার রামের অনুগামী হউক—তিনি বনেও ঋষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া যেন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন, যেন দক্ষিণা প্রদান করেন। রাজার বাক্যে কৈকেয়ীর মুখ শুষ্ক হইল—স্বর অবরুদ্ধ হইল। কৈকেয়ী বড় ভয় পাইল, মনে ভাবিল "ধনত গেল"! প্রবল তিরস্কারেও কৈকেয়ী কোন কথা

কহে নাই কিন্তু যেমন রামের সঙ্গে অর্থ দিবে কৈকেয়ী ইহা শুনিল অমনি শুষ্কমুখে রাজার অভিমুখী হইয়া বলিল "সাধো, পীতসারাংশ মদিরার ন্যায় অনুপভোগ্য এই ধনশূন্য অসার রাজ্য ভরত লইবেন না।" হায়! স্ত্রীলোকের অর্থপিপাসা! এই অর্থপিপাসা যে স্ত্রীলোকের হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহার স্ত্রীত্ব বুঝি একেবারেই থাকে না। এইরূপ স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম করা ভান মাত্র ইহারা নামের জন্য ধর্ম্ম করে কিন্তু বিত্তশাঠ্য ইহাদের পদে পদে— ইহারা ধর্ম্মে অভিমান করিলেও মনে মনে বেশ বুঝিতে পারে বিষয়ের কীট বিষয়কেই বেশী ভাল বাসে। ঈশ্বরকে ভালবাসা লোকদেখান মাত্র। ঈশ্বরকে যে ভাল বাসে তাহার বিষয়াসক্তি থাকিতেই পারেনা।

লাজলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া কৈকেয়ী ধনের কথা বলিল; রাজা আর কিছুই অসম্ভব দেখিতেছেন না। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন "অমঙ্গলকারিণি! তুমি আমায় যে ভার বহনে নিযুক্ত করিয়াছ অমি তাহাই বহিতেছি। তবে কেন আর আমার মর্ম্মস্থান ভেদ করিতেছ? অনার্য্যে! এতক্ষণ আমি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি কেন তাহা আমাকে করিতে নিষেধ কর নাই।"

রাজার ক্রোধপূর্ণ কথা শুনিয়া কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত হইল। ক্রোধে মুখ বিবর্ণ হইল, উপর ওষ্ঠের তিলচিহ্ন কম্পিত হইতে লাগিল, কৈকেয়ী রাক্ষসীর মত

বলিয়া উঠিল, "এই বংশের অসমঞ্জের মত রামের নির্ব্বাসিত হওয়া উচিত।" রাজা দশরথ "ধিক্" এই মাত্র উচ্চারণ করিলেন; অন্য মহিষীগণ লজ্জায় মুখ ঢাকিলেন, কৌশল্যার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হইতেছে অনুভব করিলেন— আর রাম? পরম শান্ত রঘুবীর পিতাকে বলিতে লাগিলেন, পিতঃ যিনি হস্তী দান করিয়াছেন তাঁহার আর হস্তিবন্ধন রজ্জুতে মমতা রাখিয়া কি হইবে? আমি চীরমাত্র পরিধান করিয়াই বনে গমন করিব।

রাম লক্ষ্মণ চীরবসন পরিধান করিয়াছেন, রাজা দশরথ সীতার অঙ্গে চীরবসন কিছুতেই দেখিতে পারিলেন না। বশিষ্ঠের কথা উত্থাপন করিয়া রাজা কৈকেয়ীকে বলিলেন পাপিনি! এই মৃগীবৎ উৎফুল্লনয়না মৃদুস্বভাবা মনস্বিনী জানকী নিয়ত সুখোচিতা সুকুমারী বালিকা। মৃগী যেমন জাল দেখিলে ভীতা হয়, দেখিতেছ না মা আমার কিরূপ ভাবে দাঁড়াইয়াছেন, ধিক্ কৈকেয়ি! সীতা কি কখন কাহারও কিছুমাত্র অনিষ্ট করিয়াছেন, যে আজ এই বয়সে তিনি আমার পুত্রবধূ হইয়া বহুজন মধ্যে চীরবসনে অপরিচিতা তাপসীর ন্যায় অবস্থিতা হইতেছেন, এ দেখিয়াও তোমার হৃদয় দ্রব হইতেছে না। কিন্তু দেবি! আমি তোমার নিকট এই জনকদুহিতা সীতাকেও মুনিবেশ ধারণ করিয়া বনে যাইতে হইবে এরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। অতএব ইনি চীর পরিত্যাগ করিয়া বহুবিধ রত্নসমন্বিতা ও

সম্যক্ বিভূষিতা হইয়া যথাসুখে বনে গমন করুন। হায়! আমি মৃত্যুর জন্যই তোমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম -বংশপুষ্প যেরূপ বংশকে দগ্ধ করে সেইরূপ ঐ প্রতিজ্ঞা আমাকে শীঘ্র দগ্ধ করুক। রাজা নিতান্ত কাতর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। রাম পিতার সংজ্ঞালাভ হইলে মাতা কৌশল্যাকে শান্ত করিবার জন্য পিতাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন এবং মাতাপিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সীতা তখন শ্বশুর ও শাশুড়ীদিগকে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা প্রাণের বধূকে কি বলিয়া বিদায় দিবেন, কতবার আলিঙ্গন করিলেন, কতবার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মা, রাম আমার বনে যাইতেছে, তুমি পতিব্রতা, তোমাকে কিছুই বলিতে হইবে না, কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ। তুমি যেন আমার রামের অযত্ন করিওনা। মা, তুমি আমার কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও।" আমরাও বলি বুঝি শাশুড়ী ও বধূর এই কথাবার্ত্তা আর্য্যমহিলাগণের হৃদয়ে তুলিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। কৌশল্যা বলিলেন—"যে স্ত্রীলোক স্বামীর বিপদকালে স্বামীর সম্মান না করে, সকলে তাহাকে অসতী বলে। অসতী নারীদিগের স্বভাব এই তাহারা পূর্ব্বে যথেষ্ট সুখ ভোগ করিয়াও বিপৎকালে অল্পমাত্র দুঃখ পাইয়াই স্বামীর প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করে। স্বামীকে পরিত্যাগ করিতেও ইহারা কুণ্ঠিতা হয় না। কেহই মন্দ-

স্বভাবা পাপ-মনোরথা যুবতীদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারে না। বিকারপ্রাপ্ত হইলেই ইহারা স্বামীর সহিত পূর্ব্বভাব ত্যাগ করে। নিয়ত স্বামীকে অবমাননা করে। অতএব তুমি আমার এই বনবাসিত পুত্রের যেন অবমাননা করিও না। ইনি ধনাই হউন বা দরিদ্রই হউন তোমার ইষ্টদেব তুল্য।"

সীতা কৌশল্যার বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন "আর্য্যে! আপনি যাহা যাহা আদেশ করিলেন আমি তাহা সমস্তই করিব। আমি পূর্ব্বে মাতাপিতার নিকটে এই উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি; মা! আপনি আমাকে অসতী দিগের সহিত তুলনা করিবেন না। আমি পতিব্রতাদিগের সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মের কথা শুনিয়াছি। আমি জানি স্বামীই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, আমি কি স্বামীকে অবমাননা করিতে পারি? স্বামীর ধর্ম্মবৃদ্ধি জন্যই স্ত্রীর প্রয়োজন। স্বামীর অধর্ম্ম বৃদ্ধি করিতে স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয় নাই। স্ত্রী সর্ব্ব সময়ে স্বামীর আজ্ঞামত কার্য্য করিবে কিন্তু স্বামী যদি অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম বা অসংযত কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন স্ত্রী কখনই তখন স্বামীর অধর্ম্ম বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিবে না— আমি স্ত্রীলোকদিগের এই ধর্ম্ম বিশেষরূপে অবগত আছি।" বধূর হৃদয়ানন্দদায়ক কথা শুনিয়া কৌশল্যার নয়ন হইতে যুগপৎ শোক ও হর্ষ জনিত অশ্রুধারা নির্গত হইল। হায়! আবার কবে সীতার এই শিক্ষা সমাজ আদর করিয়া

অনুষ্ঠান করিবে! রাম ও সীতা তখন সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাম গমনকালে মাতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "জননীগণ, নিয়ত একত্র বাস হেতু যদি আমি কখন আপনাদিগকে কোন পরুষ বাক্য বলিয়া থাকি তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।" রামের কথা শুনিয়া রামমাতাদিগের মধ্যে ক্রৌঞ্চীগণের ন্যায় শোকজনিত ধ্বনি উত্থিত হইল। অতঃপর লক্ষ্মণ মাতা সুমিত্রার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সুমিত্রা বলিয়া দিলেন—

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
"অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥

সুমিত্রা লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে উপদেশ করিলেন, তাত! রামকে দশরথ মনে করিও, জানকীকে আমি জানিও, অরণ্যকে অযোধ্যা মনে করিও, এখন যথা সুখে গমন কর। আমরা রামায়ণে এই মৃদুমধুরস্বভাবা লক্ষ্মণজননীর কথা অল্পই শুনিতে পাই।

সুমন্ত্র, রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে শৃঙ্গবেরপুর নিকটে গঙ্গাকূলে পরিত্যাগ করিয়া সায়ংকালে অযোধ্যায় আসিলেন। সুমন্ত্র মুখে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। রাজা পুত্রশোকে নিতান্ত অস্থির হইলেন; কৈকেয়ীর গৃহ পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছিলেন—

সুমন্ত্র সংবাদ আনিয়া দিল। পরদিনেই রাজা কৌশল্যার গৃহে রাম রাম বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

কৈকেয়ী আজ বিধবা! কিন্তু কৈকেয়ীর লজ্জা কোথায়? অযোধ্যার আনন্দ গেল, অযোধ্যা রাজশূন্য হইল, সকল মহিষী বিধবা হইলেন, কৌশল্যা বৎসহারা গাভীর ন্যায়। সমস্ত উৎসব গেল, প্রজাগণ নাথবিহীন হইয়া হাহাকার করিল, সর্ব্বত্র ক্রন্দনের রোল উঠিল, কিন্তু কৈকেয়ী অচঞ্চল।

রামশূন্য অযোধ্যারাজ্য এখন আর চলেনা। বশিষ্ঠদেব, ভরতকে আনিতে লোক পাঠাইলেন।

সুন্দর চরিত্র এই ভরতের। ভরত বৈরাগ্যের মূর্ত্তি। যুধাজিন্নগর ভরতের মাতুলালয়। মাতুলালয়ে সংবাদ গেল। ভরত পূর্ব্ব হইতেই দুনিমিত্ত দেখিতেছিলেন। দূত সংবাদ দিল "শীঘ্রমাগচ্ছতু পুরীমযোধ্যামবিচারয়ন্" শীঘ্র অযোধ্যায় চলুন, কোন বিচার করিবেন না। ভরত বড়ই ভয় পাইয়াছেন। ভাবিতেছেন "রাজ্ঞো বা রাঘবস্যাপি দুঃখং কিঞ্চিদুপস্থিতম্" রাজা বা রাঘবের কি কোন বিপদ ঘটিল? ভরত চিন্তাকুল হৃদয়ে রথে আরোহণ করিলেন—সপ্তম দিনে রথ অযোধ্যায় উপনীত হইল। ভরত তাড়া তাড়ি রথ হইতে অবতরণ করিলেন, দ্রুতগতি পিতার গৃহে গমন করিলেন—সেখানে পিতাকে দেখিতে না পাইয়া কৈকেয়ীর গৃহে গমন করিলেন—প্রবাসি সন্তানের

দর্শন মাত্র কৈকেয়ী সুবর্ণাসন হইতে উত্থিত হইলেন—পিতৃকুলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত সকলের কুশল সংবাদ দিয়া মাতাকে বলিলেন—মা, আজ সাত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে রাজবার্ত্তাবাহী দূত আমাকে শীঘ্র আসিতে বলায় আমি আসিয়াছি। মাতঃ আপনার এই স্বর্ণভূষিত পর্য্যঙ্ক শূন্য কেন? সকল লোক এত বিষণ্ন কেন? মা আমার পিতা কোথায়? তোমায় ছাড়িয়া পিতা ত থাকেন না তবে তুমি একা রহিয়াছ কেন? ভয় ও দুঃখে আমার হৃদয় অভিভূত হইতেছে, মা, শীঘ্র বল পিতা কোথায়?

কৈকেয়ী তখন নির্ভয়ে বলিলেন, পুত্র! তোমার দুঃখের কোন কারণ নাই।

যা গতির্ধর্ম্মশীলানামশ্বমেধাদিযাজিনাম্।
তাং গতিং গতবানদ্য পিতা তে পিতৃবৎসলঃ॥

ধর্ম্মশীল অশ্বমেধ যজ্ঞকারী ব্যক্তির যে গতি হয়, তোমার পিতারও আজ সেই গতি হইয়াছে। ভরত পিতৃশোকে কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন "হায়! আমি হত হইলাম! হা পিতঃ! আমাকে রামের হস্তে সমর্পণ না করিয়াই আপনি কোথায় গমন করিলেন?" কৈকেয়ী ভরতকে পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দিতে লাগিলেন, বলিলেন "সর্ব্বং সম্পাদিতং ময়া"। বৎস, আমি তোমার জন্য সকলই সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছি। ভরত

আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, মৃত্যুকালে পিতা কি বলিয়া গিয়াছেন আপনি আমায় বলুন।" ভয়বৰ্জ্জিতা কৈকেয়ী বলিতে লাগিল 'হা রাম, হা সীতা, হা লক্ষ্মণ' রাজা পুনঃ পুনঃ এই বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। ভরত নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "মাতঃ, পিতার মৃত্যুসময়ে রাম কেন নিকটে ছিলেন না, সীতাই বা কোথায় গিয়াছিলেন? লক্ষ্মণই বা কোথায় ছিলেন? কৈকেয়া, রাম সীতা ও লক্ষ্মণের বনগমনের কথা উল্লেখ করিলে ভরত তখনও বুঝিতে পারিলেন না। ভরত তখন উচ্চবংশ স্মরণ করিয়া ভ্রাতার চরিত্রে শঙ্কিত ও ত্রাসান্বিত হইলেন, বলিলেন, 'মা রাম ত কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই, রাম ত কোন পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হন নাই? মা, রাম কেন দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত হইলেন?'

কৈকেয়ী তখন সমস্ত কথা যথাযথ বর্ণনা করিল। মাতার বাক্য শুনিয়া ভরত বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। কৈকেয়ী ভরতের অবস্থা দেখিয়া দুঃখিতা হইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল—বলিল "বৎস এই বিশাল রাজ্য তুমি পাইয়াছ—তোমার শোকের অবসর কোথায়?" ভরত আর মাতাকে মাতৃভাবে দেখিতে পারেন না— "রে পাপে! রে ভর্ত্তৃঘাতিনি! তুমি অসম্ভব বাক্য উচ্চারণ করিতেছ—পাপিনি! তোমার পাপগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া

আমি পাপবান্ হইলাম। হায় পাপদর্শিনে! তুমি কাল-রাত্রির ন্যায় এই বংশের বিনাশ জন্য আসিয়াছ, তুমি রামকে বনবাসে দিয়া এবং পিতাকে বিনাশ করিয়া আমার ক্ষত স্থানে ক্ষার নিক্ষেপ করিতেছ, আমাকে দুঃখের উপর দুঃখ দিতেছ। হায়! পিতা আমার প্রজ্বলিত অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াও জানিতে পারেন নাই। পাপ-নিশ্চয়ে! এখনও তুমি তোমার অপরাধ বুঝিতেছ না? সাধুচরিত্রবিহীনে! তোমার চক্ষে জল কোথায়? তুমি পতিঘাতিনী, তুমি কৌশল্যাদেবীকে বিধবা করাইয়াছ, পুত্রহারা করিয়াছ আহা আমি সর্ব্বতোভাবেই নিহত হইলাম।" আজ ভরতের দুঃখের সীমা নাই।

ভরত আজ সকলের নিকট অপরাধী। পিতার মৃত্যুর কারণ তিনি, ভ্রাতার নির্ব্বাসনের কারণ তিনি। লোকে ভাবুক বা না ভাবুক ভরতের মনে এই দুঃখ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, ভরত সর্ব্বদা মনে করিতেছেন বুঝি তাঁহারই পরামর্শে কৈকেয়ী এইরূপ করিয়াছে। ভরত আর কৈকেয়ীকে দেখিতে পারেন না। ভরত পাগলের মত উচ্ছৃঙ্খলভাবে কৌশল্যার নিকটে আসিয়াছিন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি কৈকেয়ী-চরিত্রের সহিত সমস্ত অযোধ্যা-কাণ্ড জড়িত। আমরা কৈকয়ীচরিত্র দেখাইতে বহুদূরে আসিয়াছি। ভরত কৌশল্যার নিকটে নিজের নির্দ্দোষত্ব প্রদর্শন জন্য বহু শপথ করিলেন। কৃশা, অতিদীনবদনা

সাশ্রুনয়না, সাধ্বী, যশস্বিনী রামমাতা ভরতকে দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। ভরত তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া বহু বিলাপ করিলেন, বহু শপথ করিলেন। আর কৌশল্যা—ভরতের শপথ বাক্যে আরও ব্যথিতা হইলেন—বুঝিলেন ভরতের কোন দোষ নাই, তথাপি রামবিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন "পুত্রে ত্বয়ি গতে দূরমেবং সর্ব্বমভূদিদম্" পুত্র! আজ তুমি থাকিলে বুঝি আমার রামচন্দ্র বনে যাইতেন না। ভরত! আমার স্বর্ণ প্রতিমা আজ কোথায় গিয়াছে?

পুত্রঃ সভার্য্যো বনমেব যাতঃ
সলক্ষ্মণো মে রঘুরামচন্দ্রঃ।
চীরাম্বরো বদ্ধজটাকলাপঃ
সন্ত্যজ্য মাং দুঃখসমুদ্রমগ্নাম্॥

ভরত! তোমার মাতার চেষ্টা তুমি সমস্তই শুনিয়াছ। আজ আমার রঘুরামচন্দ্র আমাকে ত্যাগ করিয়া, আমাকে দুঃখ-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া কোথায় গিয়াছে। ভরত! চীরবস্ত্র পরিয়া জটাবন্ধন করিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রাম আমার কোন্ বনে ভ্রমণ করিতেছে? ভরত! দেখ সীতা বিনা আমার ভোজনশালা শূন্য কে আমার ভোজন প্রস্তুত করিবে? রাম বিনা আজ অযোধ্যা শূন্য। বল ভরত ক্ষুধার সময় তাহাদের কে খাইতে দেয়, পিপাসার সময় কে জল দেয়, নিদ্রার সময় তাহারা কোথায় শয়ন করে।

ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছে বল ভরত! এখন কোন বৃক্ষতলে তাহারা ভিজিতেছে?

হা রাম হা মে রঘুবংশনাথ
জাতোঽসি মে ত্বং পরতঃ পরাত্মা।
তথাপি দুঃখং ন জহাতি মাং বৈ
বিধির্বলীয়ানিতি মে মনীষা॥

হা রাম, হা রঘুবংশনাথ! আমি জানি সেই পরমাত্মাই আমায় মা বলিয়াছে; হায়, তথাপি দুঃখ আমায় ত্যাগ করেনা—বুঝিতেছি বিধির বিধিই সর্ব্বত্র প্রবল।

যাহা হউক ভরত বশিষ্ঠবাক্যে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া পিতৃকার্য্য করিলেন। ভরত এখন রামকে আনিতে যাইবেন।

কৈকেয়ী আর সেরূপ নাই, অল্পে অল্পে কৈকেয়ী আপন কর্ম্মের বিষময় ফল উপলব্ধি করিতেছে। যে দিন শত্রুঘ্ন বিবিধালঙ্কারভূষিতা রজ্জুবদ্ধবানীরতুল্যা কুব্জাকে শাসন করিয়াছিলেন, সেদিন কৈকেয়ী শত্রুঘ্নের ভয়ে ত্রাসান্বিতা হইয়া ভরতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৈকেয়ী আজ আপনাকে নিতান্ত হেয় বিবেচনা করিতেছেন। তাহার উপর ভরতের ব্যবহার।

ভরত ভিখারীর বেশ ধারণ করিলেন, হার কেয়ূর দূরে ফেলিয়াছেন জটা বল্কল পরিধান করিয়াছেন। ভরত রামকে ফিরাইতে চলিলেন। সঙ্গে দশরথ রাজার

মহিষীগণ। অযোধ্যার সকলেই আজ রামদর্শনে ভরতের সঙ্গে চলিল।

ভরতের ভাব দেখিয়া কৈকেয়ীর চৈতন্য হইয়াছে, কৈকেয়ী আর সে কৈকেয়ী নাই। আজ রাজমহিষী বড় দুঃখিনী। লজ্জায় কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারেন না; আর ভরত শুধু এই কৈকেয়ীকে রামদর্শনে যাইতে দিবেন না; কৈকেয়ী ভয়ে আর ভরতকে কিছুই বলিতে পারেন না—কৈকেয়ী কি বলিবেন? আজ রামকে যে তিনি বনে দিয়াছেন। স্ত্রী হইয়া স্বামিবধ করিয়াছেন। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? মৃত্যু! না না! রামকে না দেখিয়া ত মরা হইবে না, রাম কি আবার তেমনি করিয়া আমায় মা বলিবে? হায়, কি করিয়া আমায় মা বলিবে? আমি যে পাপীয়সী? আজ ভরত ত আমায় মা বলে না; না বলুক রাম আমায় মা বলিবে। রাম আমার ক্ষমাময়; 'আমার রাম' এই বলিতে কৈকেয়ীর হৃৎকম্প হইল। কৈকেয়ীর অহঙ্কার চূর্ণ হইল—সর্ব্বমহিষীর শ্রেষ্ঠা মহিষী আজ দাসীর ন্যায় সুমিত্রার শরণাপন্ন হইল। সুমিত্রা ভরতকে সমস্ত জানাইলেন। ভরত বড়ই ইতস্ততঃ করিলেন। শেষে স্থির করিলেন—রাম ত মাতৃভক্ত, তিনি ত কাহারও দোষ দেখেন না। তিনি ত কৈকেয়ীকে ভক্তি করেন। ভরত স্বীকার করিলেন; চিত্রকূটে রামদর্শন মিলিল।

সকলেই রামদর্শনে যাইতেছে। কৈকেয়ী দেখা করিতে পারেন না। কোন মুখে দেখা করিবেন? এক বৃক্ষগাত্রে ভর করিয়া কৈকেয়ী অবিরল অশ্রুবারি বিসর্জন করিতেছেন। মনে মনে বলিতেছেন "রাম! আমার অপরাধের কি ক্ষমা নাই? তুমি আমায় দেখা দিবে না? তোমায় দেখিতে আসিয়াও আমি তোমার নিকটে যাইতে পারি না! আমি বড় গুরুতর পাপ করিয়াছি। একটিবার বল আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? তোমার মুখেই আমি একবার শুনিতে চাই। আজ তোমার মুখে শুনিয়া তোমার নিকটে জীবন বিসর্জন দিব। তোমার শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া মরিতে চাই। একটি বার শুনিতে চাই তুমি আমায় ক্ষমা করিয়াছ। নতুবা মৃত্যুতেও আমার শান্তি নাই। রাম! আর কি এ পাপীয়সী জননীকে তুমি দেখা দিবে না? জানি আমি বড় অপরাধ করিয়াছি। আনন্দ-কানন অযোধ্যা, এই অযোধ্যাকে শ্মশান করিয়াছি, পতিঘাতিনী হইয়াছি, তোমায় বনে দিয়াছি, আমার বড় আদরের মা জানকীকে স্বহস্তে চীরবসন দিয়াছি। আর কি বাকী আছে? সব দোষ আমার। আমার অপরাধ মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া আমার হৃদয়ে আগুন জ্বালাইয়াছে। আমার দুঃখ আর কেহই বুঝিবে না! যাহাকে কিছু বলিতে যাই সেই উপহাস করে, আমি প্রাণে প্রাণে তাহা অনুভব করি। রাম! আমি তোমায় শত দুঃখ দিয়াছি

আজ বহুদুঃখ পাইতেছি! আমার মনে হয় আরও দুঃখ আমি পাই। কিন্তু তুমি ভিন্ন আমার দুঃখ আর কেহ বুঝিবে না!—আমি তোমার নিকট বড় অপরাধিনী—তবু তোমাকেই আমার দুঃখ শুনাইতে চাই। তুমি কি শুনিবে না? তুমি যদি না শোন বল আমি কোথায় যাইব? বল আমার আর স্থান কোথায়? আমার আপন সন্তানও যে আমার দিকে আর চায়না রাম! আজ সকলেই যে আমায় লক্ষ্য করিয়া বলে 'এই রাক্ষসীই আজ সর্ব্বগুণময় রামচন্দ্রকে বনে দিয়াছে, এর জন্যই সত্যসন্ধ রাজা দশরথ প্রাণ হারাইয়াছেন।' আজ জগৎ সংসার আমায় ঘৃণা করে। আর তুমি? তুমিও কি আমায় ঘৃণা করিবে না, না, তুমি বড় ক্ষমাশীল, তুমি বড় দয়াময়। তুমি ত কাহারও উপর রুষ্ট হইতে জান না; আমার অন্তর বেদনা রাম, তুমি ভিন্ন আর কে জানিবে? শুনি তুমি মায়ামানুষ—তুমি অন্তর্যামী।"

কৈকেয়ী বড়ই কাঁদিতেছেন। বড় উগ্রভাবে রামকে স্মরণ করিতেছেন। আজ বিপদে পড়িয়া অনুতাপানলে কৈকেয়ীর কর্ম্মক্ষয় হইয়াছে। কৈকেয়ীর পশ্চাত্তাপদগ্ধ প্রাণের কাতর আহ্বানে রাম ব্যাকুল হইয়াছেন, রাম আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। রাম যেন কাহারও অনুসন্ধান করিতেছেন! সহসা চক্রধারী জননীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত কোন উত্তর দিলেন না। যেখানে

দুঃখিনী মলিনবসনা রাজরাণী অশ্রুপূর্ণ লোচনে যোড়করে শূন্য লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন রাম সেই স্থানে আসিলেন। আসিয়াই প্রফুল্লবদনে চরণ বন্দনা করিলেন। কৈকেয়ী শিহরিয়া উঠিল। দুঃখে, লজ্জায়, অনুতাপে হৃদয় আবার যেন পুড়িয়া গেল। এই রামকে কোন প্রাণে অভি-ষেকের দিনে রাজপরিচ্ছদ ছাড়াইয়া চীরখণ্ড পরাইয়া বনে পাঠাইয়াছিল। আজ কৈকেয়ী দেখা করিতে আসিয়াও দেখা করেন নাই। রাম যেন বড়ই অভিমান করিয়াছেন—অভিমানে বলিতেছেন "মা"। আজ কতদিন কৈকেয়ী মাশব্দ শুনে নাই, কৈকেয়ী আত্মহারা হইয়া যাইতেছে—রাম বলিতেছেন "মা, সকলে আমার সহিত দেখা করিল আর তুমি এখানে দাঁড়াইয়া কিরূপে আছ মা?

আবার সেই প্রাণভরা মা শব্দ! যেন দিগদিগন্তে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ভরত মা বলে না, কৈকেয়ী যেন যুগ যুগান্তর মা শব্দ শুনেন নাই, দুঃখিনী আজ অশ্রু জলে কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। আজ রাম মা বলিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে জগত যেন মা বলিয়া তাঁহার কোলে আসিতে চায়! কৈকেয়ী কতবার চেষ্টা করিল একটিবার ভাল করিয়া দেখি। হায়! আজ নয়ন জলের বিরাম নাই। রামের সুমধুর মা নাম শিরায় শিরায় অমৃত সেচন করিল, আর এক দিকে অনুতাপের শত বৃশ্চিকদংশন জাগিয়া উঠিল। কৈকেয়ী অজ্ঞাতসারে

হস্ত প্রসারণ করিয়াছে ইচ্ছ একবার রামকে কোলে লয়, কোলে লইয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়ায়। অন্তর্যামী কৈকেয়ীর প্রাণের কথা বুঝিলেন। দীনবৎসল সহাস্যবদনে কৈকেয়ীর ক্রোড়ে আসিলেন। আর কৈকেয়ী ভিতরে কি হইয়া গিয়াছে; রামকে কোলে পাইয়া কৈকেয়ীর সর্ব্ব দুঃখ দূর হইয়াছে কৈকেয়ী কথা কহিতে চেষ্টা করিতেছেন, পারিতেছেন না। কৈকেয়ীর নয়নজলে রামের বক্ষ ভিজিয়া যাইতেছে। রাম বহু সান্ত্বনা করিতেছেন এমন সময়ে সীতা আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন আসিলেন। কৈকেয়ী পাগলিনীর মত গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইল। রামের আদরে কৈকেয়ীর চক্ষের জল একবার থামিয়াছিল। আবার সীতাদর্শনে কৈকেয়ী বড় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বারিধারাবর্ষণের পূর্ব্বে মেঘ যেমন একবার গম্ভীর হইয়া থাকে, কৈকেয়ী সেইরূপ একবার সীতাকে দেখিলেন। পরে বড় আগ্রহে মা জানকীকে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। 'হায়! আমার এই ননীর পুতুলীকে আমি কোথায় বিসর্জ্জন দিয়াছি।' কৈকেয়ী আর বলিতে পারেন না। কৈকেয়ীর আর কোন কপটতা নাই। ভরত কৈকেয়ীর ভাব দেখিয়া আর শঙ্কিত হইতেছেন না। কৈকেয়ী এখন সেই স্নেহময়ী। আর সে লোকসংহারিণী মূর্ত্তি নাই। সকলেই মুগ্ধ হইতেছে। সকলেরই নয়ন অশ্রুপূর্ণ।

সকলেই মনে ভাবিতেছে এই কি সেই? আজ রামসীতাকে হৃদয়ে ধরিয়া কৈকেয়ীর সর্ব্ব দুঃখতির খণ্ডন হইল। কৈকেয়ী সীতাকে কোলে লইয়া কতই কাঁদিল বলিল, "মা আমি কোন পাপে আমার এই সোহাগ পুতুলীকে—এই সোণার প্রতিমাকে বনে দিয়াছি! কি তখন আমার হইয়াছিল মা, তোমরা অযোধ্যায় চল কেহই মা আর শূন্য পুরীতে বাস করিতে পারিবে না। মা, আমার রাম আমায় ক্ষমা করিয়াছে চল আমার রাজলক্ষ্মি গৃহে চল। রামসীতাশূন্য অযোধ্যা স্মরণ করিতেও আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। সীতা আজ তোমাদের হইয়া আমি বনবাস করিব, আজ তোমাদের হইয়া আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিব। তোমরা অযোধ্যায় যাও।" কৈকেয়ী কতই বলিতে চায় সীতা শাশুড়ীর চক্ষু জল মুছাইয়া দিতেছেন।

সমস্ত যেন শান্ত হইল। কৈকেয়ী রামকে একান্তে কি বলিবে এই ইচ্ছা জানাইল। কৈকেয়ী জানিত না এ বলার শেষ নাই। ভক্তাধীন প্রভু কৈকেয়ীর অন্তর-বেদনা বুঝিলেন। রাম ও কৈকেয়ী একান্তে আগমন করিলেন।

কৈকেয়ী রামমেকান্তে প্রবন্নেত্রজলাকুলা।
প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ হে রাম তব রাজ্যবিঘাতনম্॥
কৃতং ময়া দুষ্টধিয়া মায়ামোহিতচেতসা।
ক্ষমস্ব মম দৌরাত্ম্যং ক্ষমাসারাহি সাধবঃ॥

কৈকেয়ী একান্তে অশ্রুপূর্ণ লোচনে যোড়করে বলিলেন ‘রাম! সাধুগণ ক্ষমাসর্ব্বস্ব। তুমি সাধুর সাধু! বল আমার অপরাধ ক্ষমা করিলে? বল রাম আমার দৌরাত্ম্য জন্য আর কোন দোষ গ্রহণ করিলে না।

শ্রীভগবান্ কৃপাদৃষ্টি করিলেন। কৈকেয়ী নির্ম্মল হইলেন। কৈকেয়ীর মোহ দূর হইল। কৈকেয়ী বলিলেন।

যথা কৃত্রিমনর্ত্তক্যো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া।
ত্বদধীনা তথা মায়া নর্ত্তকী বহুরূপিণী॥

প্রভু তোমার মায়াকে আমি আশ্রয় করিয়াছিলাম তাই আমার হিতাহিত বোধ ছিল না। আজ আমি বুঝিতেছি তোমার আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন মায়া বা অজ্ঞান কিছুতেই দূর হইবে না। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমায় রক্ষা কর। তুমিই আমার প্রভু, তুমিই আমার আত্মা, তুমিই আত্মারাম। কৈকেয়ী তখন ভগবানের স্তব করিলেন।

পাহি বিশ্বেশ্বরানন্ত জগন্নাথ নমোস্তুতে।
ছিন্ধি স্নেহময়ং পাশং পুত্রবিত্তাদিগোচরম্॥
ত্বজ্জ্ঞানামলখড়্গেন ত্বামহং শরণং গতা॥

হে প্রভু, হে বিশ্বেশ্বর, হে অনন্ত, হে জগন্নাথ, আমি তোমায় নমস্কার করিতেছি। তুমি পুত্রবিত্তাদিতে আসক্তিবহুল

এই স্নেহময় বন্ধন তোমার নির্ম্মল জ্ঞান খড়্গদ্বারা ছেদন কর। আমি তোমার আশ্রিতা।

রামচন্দ্র তখন সত্য উদ্‌ঘাটন করিলেন—"দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমত্র দোষ কৃতস্ত্বব" দেবকার্য্যসিদ্ধিজন্য আমিই তোমার পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুসারে তোমা দ্বারা এই কর্ম্ম করাইয়াছি। ইহাতে তোমার দোষ নাই।

গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্।
সর্ব্বত্র বিগতস্নেহা মদ্ভক্ত্যা মোক্ষ্যসেঽচিরাৎ॥

সর্ব্বদা হৃদয়ে আমার ধ্যান করিও—কাহারও উপর স্নেহ রাখিও না। ইহাতেই অচিরে মুক্তি হইবে।

আমরাও বলি তথাস্তু। মানুষের পাপ যাহা কিছু সমস্তই অজ্ঞানকৃত। বিনা জ্ঞানে কখন অজ্ঞান নাশ হইবে না।

জগতে দুঃখ অত্যন্ত সুলভ। দুঃখের ব্যবহার জানিলে শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়। আপনাকে আপনি ধরা দিবেন বলিয়া তিনিই দুঃখকে সুলভ করিয়াছেন; বিচিত্র লীলা তাঁহার।

আমার জন্য যখন অন্যে দুঃখ পায় তখন সহজেই আমাদের চৈতন্য হয়। অন্য কেহ আমাকে দুঃখ দেয়না, আমি যে দুঃখ পাই তাহা আমারই জন্য! "সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা, পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা" সুখ বা দুঃখ অন্য কেহ দিতে পারে না। যদি মনে করা যায়

অপরের জন্য আমি দুঃখ পাইতেছি ইহাই কুবুদ্ধি। মানুষ স্বকর্ম্মসূত্রে গ্রথিত। অহং কর্ত্তা এই অভিমানই দুঃখের মূল।

বলিতেছিলাম আমি অন্যের দুঃখের কারণ এবং আমি আমার দুঃখের কারণ এই দুই অজ্ঞান ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেই প্রাণে ব্যাকুলতা আসিবে। কৈকেয়ীর মত আপনার কর্ম্মের বিষময় ফল এই দুঃখ প্রাণকে ব্যাকুল করিলেই সেই ক্ষমাসার ভগবানের আশ্রয় লইতে প্রাণ ছুটিবে। তখন কৈকেয়ীর মত রামদর্শন জন্য গমন করিতে হয়। উপাসনা করিতে হয়। উপ সমীপে আর আসন উপবেশন। উপাসনা করিতে গিয়া জীবন্ত ভগবান আত্মারামের নিকট আসিয়াছি ইহাই তীব্র ভাবে ধারণা করিতে হয়। আমি অপরাধী, আমি আর মানুষের নিকট আমার দুঃখের কথা বলিতে পারি না। সকলে আমার স্বকর্ম্মজনিত দুঃখ দেখিয়া মুখে কিছু না বলিলেও অন্তরে আমায় ঘৃণা করে। আমার আর কেহই নাই। সকলেই আমায় ত্যাগ করিতে চায়, তাই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। আমি বড় অপরাধ করিয়াছি তাই আজ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বহুবিধ দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমার ছার দেহ পর্য্যন্ত রাখিতেও আর ইচ্ছা নাই। কিন্তু তোমায় না দেখিয়া আমি মরিতেও পারি না। ক্ষমাসারাহি সাধবঃ—তুমি কি একবার দেখা

দিবে না? তুমি কি একবার আমায় তেমনি করিয়া ডাকিবে না? এইরূপ উপাসনায় প্রত্যহ যদি তাঁহার সহিত কথা কহিতে অভ্যাস করা যায় তবে নিশ্চয়ই তিনি আসিয়া বলিয়া দেন 'আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম' আরও বলেন

গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্।
সর্ব্বত্র বিগতস্নেহা মদ্ভক্ত্যা মোক্ষ্যসেঽচিরাৎ॥

আবার বলা হউক "তথাস্তু"। আমরা আমাদের জননীগণকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য আর একবার কৈকেয়ী ও কৌশল্যার চরিত্র তুলনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"আপ্তকামা সদাচণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী"। অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন কালে সন্দেহব্যাকুলিত চিত্তে ভরত আপন মাতার উপর উপরি-উক্ত বিশেষণ সমূহ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ভরত বলিতেছেন—

কৈকেয়ী আপ্তকামা—আপনার তৃপ্তিসাধনে বড়ই ব্যাকুলা, কৈকেয়ী সদাচণ্ডী—সর্ব্বদাই প্রচণ্ডস্বভাবা, কর্কশভাষিণী; কৈকেয়ী ক্রোধনা—কৈকেয়ীর কথায় কথায় ক্রোধ; আর কৈকেয়ী প্রাজ্ঞমানিনী—কৈকেয়ী আপনাকে আপনি বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ করেন। এইরূপ স্ত্রীলোক, এইরূপ সদাচণ্ডী আপ্তকামা কৈকেয়ী বহু

গৃহে বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁরা নিজের সুখ ভিন্ন অন্য কাহারও সুখ কামনা করিতে জানেন না, স্বামী মরুক বা বাঁচুক তাঁহারা তাহা দেখিতে চান না, তাঁহাদের অভিলাষ স্বামীকে পূর্ণ করিতেই হইবে নতুবা, এই সদাচণ্ডীর দোর্দ্দণ্ড লীলায় সংসার নিয়ত কম্পিত হইবে। ভরত আপনার মাতাকে যেরূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন কৈকেয়ী ঠিক ঐরূপই যে ছিলেন তাহা নহে। দুর্ভাবনাক্লিষ্ট মনে মানুষের দোষের উপর দৃষ্টি পড়ে। এই কৈকেয়ী রামাভিষেকের সংবাদ শুনিয়া কুব্জাকে উত্তম আভরণ পুরস্কার দিয়াছিলেন। যখন কৈকেয়ীর বুদ্ধিভ্রংশ হইল তখন কৈকেয়ী আপ্তকামা হইল, তখন রাজার উপর সদাচণ্ডীভাব ধারণ করিল, রাজাকে দুর্ব্বাক্যে দগ্ধ করিতে লাগিল। আর কৈকেয়ী ভগবান রামচন্দ্রকে বনবাস দিল। সর্ব্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করিল, এই অবস্থায় কৈকেয়ী বিধবা হইল। ভরতও ধর্ম্মপরিত্যাগকারিণী এবং অর্থকামাভিলাষিণী কৈকেয়ীর বাসনা সফল করিলেন না; ইহাতেই কৈকেয়ীর চৈতন্য হইয়াছিল, ইহাতেই কৈকেয়ী অনুতপ্তা হইয়া রামকৃপা লাভ করিয়াছিল। স্বামীর প্রতি দুর্ব্বাক্য বলিতে যাঁহারা ভয় করেন না, স্বামীর অবমাননা করিতে যাঁহারা শঙ্কা করেন না, ভগবান বাল্মীকি তাঁহাদিগকেও পাতিব্রত্যধর্ম্মভ্রষ্টা অসতী বলিতেছেন।

অসত্যঃ সর্ব্বলোকেঽস্মিন্ সততং সংকৃতাঃ প্রিয়ৈঃ।
ভর্ত্তারং নাভিমন্যন্তে বিনিপাতগতং স্ত্রিয়ঃ॥ ২০
এষ স্বভাবো নারীণামনুভূয় পুরা সুখম্।
অল্পামপ্যাপদং প্রাপ্য দুষ্যন্তি প্রজহত্যপি॥ ২১
অযোধ্যাকাণ্ড ৩৯ সর্গঃ।

"যে সকল স্ত্রীলোকেরা স্বামিকর্তৃক নিয়ত সংকৃতা হইয়া বিপৎকালে স্বামীর সম্মান না করে, সকলে তাহাকে 'অসতী' বলিয়া কীর্ত্তন করে। সেই অসতী নারীদিগের এইরূপ স্বভাব যে তাহারা পূর্ব্বে যথেষ্ট সুখভোগ করিয়া বিপৎকালে অত্যল্প মাত্র দুঃখ পাইয়াই স্বামীর প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে; এমন কি অবশেষে স্বামীকে পরিত্যাগও করে; স্বামী ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে গমন করে।"

শাস্ত্রবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাঁহারা আপন চরিত্র সংশোধনে চেষ্টা করেন তাঁহারাই ইহলোক ও পরলোকে অতুল সুখ ও পুণ্যলাভ করিয়া সদ্গতিপ্রাপ্ত হয়েন ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আর যাঁহারা সতী? সতীও যে স্বামীকে কখন দুর্ব্বাক্য বলেন না তাহা নহে। কিন্তু অসতীর সহিত সতীর কত পার্থক্য। প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসায় দোষ দেখাইয়া দিলেও দোষ সংশোধন হয় না, যতদিন না দোষের জন্য বিলক্ষণ শাস্তি আইসে। কিন্তু সতীর নিকটে

দোষ উল্লেখমাত্র সতী তৎক্ষণাৎ দোষ ত্যাগ করেন। কৌশল্যা রাজা দশরথকে কঠিন কথা বলিয়াছিলেন। সুমন্ত্র শূন্যরথে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া যখন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন তখন রাজা কৌশল্যার গৃহে। পুত্রশোকাতুর রাজা দশরথ স্তম্ভিত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ, সীতা কি বলিয়া দিয়াছিলেন তাহাই যেন শুনিতে-ছিলেন; আর চতুর্দ্দিকে হাহাকারকারিণী রাজরাণীগণ শোকসমাকুল হইয়া বাহু উত্তোলন করিয়া রোদন করিতেছিলেন। রাজার এই মাত্র মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে, গুরুশোকে রাজার বাক্যরুদ্ধ হইয়াছে এই অবস্থায় রাজাকে কৌশল্যা বড় কঠিন কথা বলিলেন, বলিলেন "মহারাজ সুমন্ত্রকে কেন কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছ না? পূর্ব্বে রামের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়া এক্ষণে বৃথা লজ্জা কেন? দেব! তুমি যাহার ভয়ে সুমন্ত্র সারথিকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ না সে কৈকেয়ী ত এখানে নাই।"

কৌশল্যা আবার বলিতেছেন "রাম আজ তাহার পিতৃহস্তে নিহত হইল; আর মহারাজ, আমিও সর্ব্ব-প্রকারে নষ্ট হইলাম। কেননা স্ত্রীলোকের প্রথমাগতি স্বামী, দ্বিতীয়া গতি পুত্র এবং তৃতীয়া গতি জ্ঞাতিবর্গ, চতুর্থী গতি কেহ নাই। তন্মধ্যে প্রথমা গতি তুমি কিন্তু তুমি ত আমার নও "তত্র ত্বং মম নৈবাসি।" আর

দ্বিতীয়া গতি রাম তিনিও তোমাকর্ত্তৃক বনে প্রেরিত হইলেন ইত্যাদি।

রাজা শোকাকুলা ক্রোধান্বিতা রামজননীর পরুষ বাক্য শুনিয়া "ক্ষতে স্পৃষ্ট ইবাগ্নিনা" অগ্নি দ্বারা ক্ষত স্থান স্পর্শ করিলে যেরূপ হয় সেইরূপ হইলেন। রাজা আর সহ্য করিতে না পারিয়া কৌশল্যা দেবীকে প্রসন্ন করিবার জন্য অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন "কৌশল্যে! তুমি শত্রুগণের প্রতিও সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিয়া থাক, নির্দ্দয় ব্যবহার করনা। অতএব আমি এই অঞ্জলিবন্ধন করিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি দেবি! স্বামী নির্গুণই হউন বা সগুণই হউন, ধর্ম্মনিরতা মহিলাগণের প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ। নিয়ত ধর্ম্মনিরতা হইয়া দুঃখবশতঃ আমার এমন দুঃখের সময়ে আমাকে অপ্রিয় বাক্য বলা তোমার উচিত হয় না।"

কৌশল্যা সতী। স্বামীর সকরুণ বাক্যে সতীর চৈতন্য হইল। কৌশল্যা প্রণালীর বৃষ্টিজলমোচনের ন্যায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। রোদন করিতে করিতে কৌশল্যা সম্ভ্রম সহকারে পতির সেই পদ্মতুল্য অঞ্জলি আপন মস্তকে ধারণ করিলেন "সা মূর্দ্ধি বদ্ধা রুদতী রাজ্ঞঃ পদ্মমিবাঞ্জলিম্।" বড় ত্রস্ত হইয়া ব্যাকুল বাক্যে কহিলেন—"দেব! আমি ভূমিলুণ্ঠিতা হইয়া তোমার চরণস্পর্শ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি

আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেই আমি নষ্ট হইলাম; কেননা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। ইহলোকে কোন স্ত্রীই নাই যে ইহপরলোকবন্দনীয় ধীসম্পন্ন পতিকর্ত্তৃক প্রসাদিতা হইতে পারে। ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি যে সত্যবাদী, ইহা আমি জানি এবং ধর্ম্ম বিষয়েও আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে; কিন্তু আমি পুত্রশোকে কাতরা হইয়া অবিবেচনাবশতঃই তোমাকে কঠিন কথা বলিয়াছি। শোক হইতে ধৈর্য্য নষ্ট হয় এবং শোক হইতে জ্ঞানও বিনষ্ট হয়। অধিক কি শোক হইতে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং এই জগতে শোকতুল্য কোন রিপু নাই।" ইহার পরে সতী আর আত্মবিস্মৃত হইয়া পতির অবমাননা করেন নাই। আমরা প্রার্থনা করি আর্য্যমহিলার অন্তঃকরণে কৌশল্যা জীবন্ত রহুক। আর্য্যমহিলা সতীত্বের আদর্শ হৃদয়ে জাগাইয়া কুশিক্ষা ও কুসঙ্গজনিত দোষ দূরে বর্জ্জন করুন। স্বামী স্ত্রীর উপস্থিত-কালের ব্যবহার সভ্যতা নহে—ইহা আসুরিক ভাব। পতিকে নারায়ণ ভাবিয়া পূজা করা এবং আপনার যন্ত্রণাকে পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির ফলভোগ মনে করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে নিঃশব্দে স্বামিসংসারের তৃপ্তিসাধনে চেষ্টা করাই সতীর কর্ত্তব্য। ব্রত পূজা উপবাসাদি কিছুই নহে যদি স্বামীর ধর্ম্মকর্ম্মে স্ত্রী সহায়তা করিতে না পারেন, যদি স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হইতে না পারেন।

দেবী কৌশল্যা পতির একটি কথায় সতীত্বে ফিরিলেন আর কৈকেয়ী আপন কর্ম্মের নিদারুণ ফলভোগ করিয়া বিধবা হইয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া পবিত্র হইয়াছিল। কৌশল্যা ও কৈকেয়ীতে এই পার্থক্য।

সম্পূর্ণ